প্রকাশনার ৮৫ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ৩৮ ❖ ২৬ অক্টোবর - ১ নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

নিখিল সাধু-সাধ্বীদের মহাপর্ব

কাথলিক মণ্ডলীতে সাধু-সাধ্বীদের প্রতি ভক্তি

"আশার তীর্থযাত্রী যুবারা,
গড়ি ন্যায়-শান্তির ধরা"

লূর্দের রাণী মা মারীয়ার তীর্থস্থান
মরিয়ম আশ্রম, দিয়াং, চট্টগ্রাম

বাংলাদেশে মা মারীয়ার তীর্থস্থানসমূহের পরিচিতি

জপমালা রাণী মা মারীয়ার তীর্থমন্দির, রাজারামপুর, দিনাজপুর

ফাতিমা রাণী মা মারীয়ার তীর্থস্থান
বারমারী, শেরপুর

৬ষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকী

" যেতে নাহি দিব হায়,
তবু চলে যায়।"

প্রয়াত স্টেনিসলাস সুশীল রড্রিকস্
জন্ম : ৬ জানুয়ারি, ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৮ অক্টোবর, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

আমার স্বামী, শ্রদ্ধেয় স্টেনিসলাস সুশীল রড্রিকস্ গত ২৮ অক্টোবর, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে সকাল ৮:১৫ মিনিটে, ৮০ বছর বয়সে, বার্ধক্যজনিত কারণে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে প্রভুতে নিদ্রিত হয়েছেন।

মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, দুই পুত্র, এক কন্যা, নাতী, নাতনী, ভাইবোন ও অসংখ্য বন্ধু-বান্ধব, গুণগ্রাহী রেখে অনন্তধামে চলে গেছেন। আমরা বিশ্বাস করি তিনি রয়েছেন স্বর্গলোকে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে। আমরা তাকে হারিয়েছি কিন্তু তিনি রয়েছেন আমাদের হৃদয় জুরে, জ্বলন্ত বা জীবন্ত প্রদীপ হয়ে। তার রেখে যাওয়া সকল আদর্শ, আদেশ-নির্দেশ আমাদের চলার পথে, পাথেয় থাকবে চিরদিন।

শোকার্ত পরিবারবর্গ
স্ত্রী : ডা: ফ্লোরেন্স পান্ডে রড্রিকস্
পুত্র : রিপন রিচার্ড রড্রিকস্ ও রেমন্ড স্টানিস রড্রিকস্
কন্যা : রিটা ঝুমকী রড্রিকস্
বোন ও ভাইয়েরা
করান, নাগরী, কালিগঞ্জ, গাজীপুর।

বিজ্ঞ/২৩৮/২৫

সুখবর ! সুখবর ! ! সুখবর ! ! !

পাওয়া যাচ্ছে – দৈনিক বাইবেল ডায়েরী - ২০২৬, (Bible Diary - 2026), দৈনিক বাণীবিতান, প্রার্থনাবিতান, ক্রুশ, মেডেল, বড়দিনের কার্ড, গোশালা ঘর। এছাড়াও রয়েছে খ্রিস্টমণ্ডলীর বিভিন্ন মূল্যবান বই। শীঘ্রই পাওয়া যাবে ২০২৬ খ্রিস্টাব্দের বাইবেলভিত্তিক খ্রিস্টীয় ক্যালেন্ডার। অতি শীঘ্রই যোগাযোগ করুন এবং অর্ডার দিন।

- খ্রিস্টযাগ রীতি
- খ্রিস্টযাগ উত্তরদানের লিফলেট
- ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর বই
- এক মলাটে নির্বাচিত কলামগুচ্ছ
- যুগে যুগে গল্প
- সমাজ ভাবনা
- প্রণাম মারীয়া : দয়াময়ী মাতা
- বাংলাদেশে খ্রীষ্টমণ্ডলীর পরিচিতি
- খ্রিস্টমণ্ডলী ও পালকীয় কর্মকাণ্ড (১ম ও ২য় খণ্ড)
- বাংলাদেশে খ্রিস্টধর্ম ও খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিকথা
- স্বচক্ষে দেখা পবিত্র বাইবেলের মহিমা

অতিসত্বর যোগাযোগ করুন।

-যোগাযোগের ঠিকানা -

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
হলি রোজারি চার্চ
তেজগাঁও, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
সিবিসিবি সেন্টার
২৪/সি আসাদ এভিনিউ, মোহম্মদপুর, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
নাগরী পো: অ: সংলগ্ন
গাজীপুর।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮৫, সংখ্যা : ৩৮
২৬ অক্টোবর - ০১ নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ
১০ কার্তিক - ১৬ কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
নব কস্তা
বিশাল এভারিশ পেরেরা
জেভিয়ার রোজারিও

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
প্রান্ত গমেজ

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
পিতর হেম্ব্রম
সাম্য টলেন্টিনু

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org
মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

মা মারীয়া, সাধু-সাধ্বীগণ ও তীর্থযাত্রা সাধুতার জীবন গড়তে অনুপ্রেরণা

পহেলা নভেম্বর নিখিল সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিন। এদিনে মণ্ডলী আমাদেরকে আহ্বান করে অজানা অসংখ্য পুণ্যজনদের স্মরণ করতে যারা তাদের সুন্দর জীবনাদর্শ দ্বারা পবিত্র বলে বিবেচিত কিন্তু মণ্ডলী দ্বারা এখনও ঘোষিত নয়। এদলে হয়তো আমার আপনার কোন প্রিয়জনও রয়েছেন। তাই শ্রদ্ধাভরে সমষ্টিগতভাবে তাদের স্মরণ করার মধ্য দিয়ে আমরা অনুপ্রাণিত হই আমরাও সাধুতার পথে চলতে পারি। খ্রিস্টমণ্ডলী বিশ্বাস করে যে, প্রত্যেক সাধু-সাধ্বী মানুষের আত্মিক যত্ন নেওয়া ও রক্ষা করার শক্তি দান করেন। মা মারীয়া এ পৃথিবীতে যেমনি, তেমনি স্বর্গে থেকেও তাঁর সন্তানদের জন্য সহায়তা দান করে চলেছেন যেন তারা তাঁর পুত্রের সান্নিধ্যে অর্থাৎ স্বর্গে যেতে পারে। আর স্বর্গে যারা আছেন তারা সবাই সাধু-সাধ্বী। আমরা সকলেই আহ্বান পেয়েছি স্বর্গে যাবার বা সাধু-সাধ্বী হবার।

যারা ইতোমধ্যে সাধু-সাধ্বী হয়েছেন তাদের সকলের জীবনেই প্রার্থনা বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। বিশ্বাসী আমরা সকলেই বিভিন্ন উপলক্ষে নানাবিধ উপায়ে প্রার্থনা করি। সম্মিলিত সেই প্রার্থনার প্রয়াস দৃশ্যমান হয় অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে যখন আমরা রোজারিমালা প্রার্থনা ও কবরস্থানে গিয়ে মৃতদের জন্য প্রার্থনা করি। অক্টোবর মাসে মণ্ডলী মা মারীয়ার প্রতি নিবেদিত 'রোজারি মালা' প্রার্থনায় নিজেদেরকে গভীরভাবে সমর্পণ করে।

সাধু-সাধ্বীদের রাণী বা মাতা হিসেবে ধন্যা কুমারী মারীয়া শুধুমাত্র একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি নন। তিনি আমাদের বিশ্বাস, ভক্তি এবং আত্মিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তিনি যেমন তাঁর জীবনে ঈশ্বরের আহ্বানে 'হ্যাঁ' বলেছিলেন, তেমনি আমাদেরকে সহায়তা করেন ঈশ্বরের পথে, আত্মত্যাগ ও প্রেমের পথে এগিয়ে যেতে।

এই আত্মিক আহ্বানের প্রতিফলন ঘটে তীর্থযাত্রার মধ্য দিয়ে। বিশ্বের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা মা মারীয়ার নামে উৎসর্গীকৃত তীর্থস্থানগুলি শুধুমাত্র ধর্মীয় নিদর্শন নয়, বরং আত্মশুদ্ধিও স্থান। ফাতিমা (পর্তুগাল), লুর্দ (ফ্রান্স), গুয়াদালুপে (মেক্সিকো), বা আমাদের দেশ; বাংলাদেশের ৮টি ডায়োসিসে খ্রিস্টানদের সংখ্যা কম হলেও প্রায় প্রত্যেকটিতেই মা মারীয়ার তীর্থস্থান বা তীর্থস্থানরূপ স্থান রয়েছে যেখানে অনেক ভক্তরা তীর্থ ও প্রার্থনা করতে যায়। যেমন: চট্টগ্রামের দিয়াং এ লুর্দের রাণী মা মারীয়ার তীর্থস্থান, দিনাজপুরের রাজারামপুরে মা মারীয়ার তীর্থস্থান, রাজশাহীর নবাই বটতলার রক্ষাকারিণী মা মারীয়ার তীর্থস্থান, ময়মনসিংহের বারমারীতে ফাতিমা রাণীর তীর্থস্থান, খুলনা ডায়োসিসে কার্পাসডাঙ্গায় জয়পুরে মা মারীয়ার তীর্থস্থান, সিলেটের শ্রীমঙ্গলে হরিণছড়ায় মা মারীয়ার তীর্থস্থানে খ্রিস্টবিশ্বাসীরা একত্রিত হন, তা এক একটি জীবন্ত সাক্ষ্য–যেখানে ঈশ্বর তাঁর মায়ের মাধ্যমে আমাদের হৃদয়ে কথা বলেন।

তীর্থস্থান শুধুমাত্র গন্তব্য নয়, এটি এক গভীর অভিজ্ঞতা– হৃদয় পরিবর্তনের একটি পথচলা। তীর্থে গিয়ে প্রার্থনার মাঝে আমরা নিজেদের সীমাবদ্ধতা, পাপ ও দুর্বলতা স্বীকার করে ঈশ্বরের করুণার কাছে নিজেকে সঁপে দিই। এই আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়েই এক নতুন মানুষ হয়ে ওঠার সূচনা ঘটে। মা মারীয়ার অপার দয়ার এই রূপান্তর ঘটে ধীরে ধীরে–কখনও চোখে জল নিয়ে, কখনও অন্তরের নীরব ধ্যানের মধ্যে।

তীর্থযাত্রা খ্রিস্টভক্তের কাছে এক অনন্য উপহার; কোন নিছক ভ্রমণ নয়। যেখানে কেবল ঈশ্বরের কাছাকাছি যাওয়া নয়, বরং একত্রে প্রার্থনার মাধ্যমে গড়ে ওঠে এক বিশ্বাসী সমাজ। যারা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে প্রার্থনা করে একে অপরকে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছাতে সহায়তা করতে পারে। এটিই আমাদের প্রধান তীর্থ, জীবনের তীর্থ। যেখানে নিজের দুর্বলতা আবিষ্কার করে পরিবর্তিত হবার অনুপ্রেরণা পাই, জীবনের রূপান্তর ঘটাই। একজন আরেকজনের সাথে বিশ্বাসের বন্ধনে একসাথে যাত্রা করি। কাউকে পিছনে না ফেলে একসাথে হাঁটি।

অতএব, মা মারীয়ার প্রতি ভক্তি, রোজারিমালা প্রার্থনার অনুশীলন এবং তীর্থযাত্রার গুরুত্ব শুধুমাত্র ব্যক্তিগত নয়, এটি একটি মাণ্ডলিক ও সমাজিক চেতনার প্রকাশ। মা মারীয়া আমাদের পথপ্রদর্শিকা, আমাদের আত্মিক মা, যিনি আমাদেরকে তাঁর পুত্র যিশুর দিকে নিয়ে যান। †

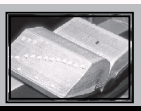

যে নিজেকে উচ্চ করে, তাকে নত করা হবে; কিন্তু যে নিজেকে নত করে, তাকে উচ্চ করা হবে। (লুক ১৮:১৪)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

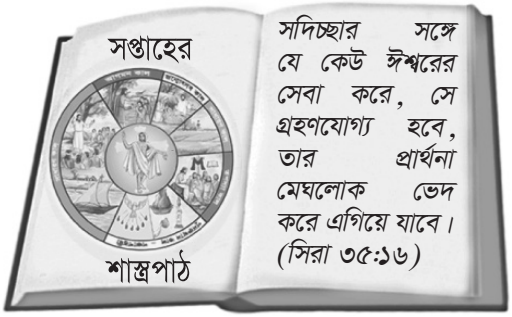

সদিচ্ছার সঙ্গে যে কেউ ঈশ্বরের সেবা করে, সে গ্রহণযোগ্য হবে, তার প্রার্থনা মেঘলোক ভেদ করে এগিয়ে যাবে। (সিরা ৩৫:১৬)

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ২৬ অক্টোবর - ০১ নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

২৬ অক্টোবর, রবিবার
সাধারণকালের ৩০শ রবিবার *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-২)*
সিরা ৩৫: ১৫খ-১৭, ২০-২২ক, সাম ৩৪: ১-২, ১৬-১৮, ২২, ২ তিম ৪: ৬-৮, ১৬-১৮, লুক ১৮: ৯-১৪

২৭ অক্টোবর, সোমবার
সাধারণকালের ৩০শ সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-২)*
রোম ৮: ১২-১৭, সাম ৬৮: ১-৩, ৫-৬কখ, ১৯-২০, লুক ১৩: ১০-১৭

২৮ অক্টোবর, মঙ্গলবার
সাধারণকালের ৩০শ সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-২)*
সাধু সিমোন ও সাধু যুদা, প্রেরিতদূতগণ, *পর্ব*
এফে ২: ১৯-২২, সাম ১৯: ১-৪, লুক ৬: ১২-১৯

২৯ অক্টোবর, বুধবার
সাধারণকালের ৩০শ সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-২)*
রোম ৮: ২৬-৩০, সাম ১৩: ৩-৬, লুক ১৩: ২২-৩০

৩০ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার
সাধারণকালের ৩০শ সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-২)*
রোম ৮: ৩১-৩৯, সাম ১০৯: ২১-২২, ২৬-২৭, ৩০-৩১, লুক ১৩: ৩১-৩৫

৩১ অক্টোবর, শুক্রবার
সাধারণকালের ৩০শ সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-২)*
রোম ৯: ১-৫, সাম ১৪৭: ১২-১৫, ১৯-২০, লুক ১৪: ১-৬

০১ নভেম্বর, শনিবার
নিখিল সাধু সাধ্বী, *মহাপর্ব*
সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান: প্রত্যা ৭: ২-৪, ৯-১৪, সাম ২৪: ১-৪খ, ৫-৬, ১ যোহন ৩: ১-৩, মথি ৫: ১-১২

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

২৭ অক্টোবর, সোমবার
+ ১৯৩৩ সি. এম. প্যাসিয়েন্সিয়া লুড্‌ভিগ, সিএসসি
+ ১৯৮৯ সি. রোজা সজ্জি, পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৯৭ সি. মেরী আলমা, পিসিপিএ (ময়মনসিংহ)

২৯ অক্টোবর, বুধবার
+ ১৯৭৯ ফা. যোসেফ এম. রিক্, সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০০১ সি. ইম্মাকুলেটা মিত্র, এসসি (ঢাকা)

৩০ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৭২ সি. এম. ডেনিস পেরেরা, আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)

৩১ অক্টোবর, শুক্রবার
+ ১৯৫৯ সি. থিয়োটাইম গিলবার্ট, সিএসসি
+ ১৯৯৪ ফা. আলেস্‌সান্দ্রো পেরিকো, পিমে (দিনাজপুর)

০১ নভেম্বর, শনিবার
+ ১৯৩১ সি. এম. জার্লেথ, স্টেনটন, সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৮২ ঈশ্বরের সেবক বিশপ ভিনসেন্ট জে. ম্যাক্‌কলী, সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০১৮ সি. মেরী রেমন্ড গমেজ, আরএনডিএম (ঢাকা)

ঈশ্বরের পরিত্রাণ: বিধান ও অনুগ্রহ

২০৫৭ দশ-আজ্ঞা প্রথমতঃ মহাযাত্রার ঘটনার আলোকে বুঝতে হবে, কারণ প্রাক্তন সন্ধিতে কেন্দ্রীয় ঘটনাই হচ্ছে ঈশ্বরের এই মহান মুক্তিদায়ী ঘটনা। নেতিবাচক আজ্ঞা বা নিষেধাজ্ঞা, অথবা ইতিবাচক আজ্ঞা "পিতামাতাকে সম্মান করবে"- যেভাবেই রচিত হোক না কেন, "দশটি শব্দ" কিন্তু পাপের দাসত্ব থেকে মুক্ত জীবনাবস্থাকেই নির্দেশ করছে। দশ-আজ্ঞা হচ্ছে জীবনের পথ।

তোমার পরমেশ্বর প্রভুকে ভালবাসতে, তাঁর সমস্ত পথে চলতে, এবং তাঁর আজ্ঞা, তাঁর বিধি ও তাঁর নিয়মনীতি পালন করতে আজ্ঞা দিচ্ছি, তবেই তুমি বাঁচবে, বৃদ্ধি লাভ করবে।

দশ-আজ্ঞার এই মুক্তিদায়ী ক্ষমতা প্রকাশিত হয় উদাহরণস্বরূপ, বিশ্রামবারের বিশ্রাম বিষয়ক আজ্ঞার মধ্যে, যা প্রবাসী এবং ক্রীতদাসদেরও উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে:

মনে রেখ, মিশর দেশে তুমি দাস ছিলে, এবং তোমার পরমেশ্বর প্রভু শক্তিশালী হাতে ও প্রসারিত বাহুতে সেখান থেকে তোমাকে বের করে আনলেন।

২০৫৮ 'দশ বাণী' ঈশ্বরের বিধানের সারাংশ এবং তা সেই বিধান ঘোষণা করে: "প্রভু পর্বতে আগুন, মেঘ ও ঘোর অন্ধকারের মধ্য থেকে তোমাদের গোটা জনসমাবেশের কাছে এই সমস্ত বাণী উদাত্ত কণ্ঠে বলেছিলেন, আর অন্য কিছুই বলেননি। তিনি এই সমস্ত কথা দু'টো প্রস্তরফলকে লিপিবদ্ধ করে আমাকে দিলেন।" এ জন্যে এই প্রস্তরখণ্ড দু'টোকে বলা হয় 'সন্ধি'। প্রকৃতপক্ষে এতে রয়েছে ঈশ্বর এবং মনোনীত জাতির মধ্যে সন্ধির শর্তসমূহ। এই "সন্ধির সেই দুই ফলক" "সাক্ষাৎ-তাবুতে" রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

২০৫৯ উক্ত "দশ বাণী" ঈশ্বরকর্তৃক উচ্চারিত হয়েছিল ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশ ঘটনার মধ্যে। ("প্রভু পর্বতে আগুনের মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে কথা বললেন")। এগুলো স্বয়ং ঈশ্বর ও তাঁর গৌরব প্রকাশের অংশস্বরূপ। আজ্ঞাগুলো হচ্ছে স্বয়ং ঈশ্বর ও তাঁর পবিত্র ইচ্ছার দান। তাঁর নিজের ইচ্ছা প্রকাশ করার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর নিজেকেই তাঁর মনোনীত জাতির কাছে প্রকাশ করেন।

২০৬০ আজ্ঞা ও বিধানের দান হচ্ছে সন্ধির অংশ যা ঈশ্বর তাঁর আপনজনদের সাথে সম্পাদিত করেছিলেন। যাত্রাপুস্তকে প্রকাশিত "দশ বাণী" প্রস্তাবিত সন্ধি ও তাঁর বাস্তবায়নের মধ্যবর্তী সময়ে দেয়া হয়েছিল। পরমেশ্বর যেসব আদেশ দিয়েছিলেন, জনগণ তা "পালন করবে" এবং তা "মেনে চলবে" বলে প্রতিজ্ঞা করার পরই তা দেয়া হয়েছিল। প্রথমেই সন্ধির কথা উল্লেখ না ক'রে কখনো দশ-আজ্ঞা হস্তান্তরিত হয়নি ("আমাদের পরমেশ্বর প্রভু হোরেবে আমাদের সঙ্গে এক সন্ধি স্থাপন করেছেন)।"

২০৬১ সন্ধির প্রেক্ষাপটেই আজ্ঞাগুলোর পরিপূর্ণ অর্থ প্রকাশ পায়। শাস্ত্র অনুসারে সন্ধির মধ্যে ও সন্ধির দ্বারাই মানুষের নৈতিক জীবনের সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশিত হয়। "দশ বাণীর" প্রথমটি স্মরণ করিয়ে দেয় যে, ঈশ্বরই প্রথম তাঁর জনগণকে ভালবেসেছেন। যেহেতু স্বর্গোদ্যানের স্বাধীনতা হারিয়ে সংসারের দাসত্বের অধীন হওয়া ছিল পাপের শাস্তিস্বরূপ, তাই দশ-আজ্ঞার প্রথম বাক্যাংশ ঈশ্বরের আজ্ঞার প্রথম শব্দই স্বাধীনতার কথা বলে: "আমি তোমাদের প্রভু ঈশ্বর। আমিই তোমাদের মিশর দেশ থেকে, দাসত্বের বন্ধন থেকে বের করে এনেছি।"

২০৬২ প্রকৃত অর্থে আজ্ঞাসমূহ ব্যক্ত হয়েছে দ্বিতীয় পর্যায়ে: এগুলো সন্ধি স্থাপিত হওয়ার ফলে ঈশ্বরের আপনজন হওয়ার কথাই ব্যক্ত করে। নৈতিক জীবন হচ্ছে ঈশ্বরের প্রেমপূর্ণ উদ্যোগের প্রতি সাড়াদান। ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য স্বীকার ও শ্রদ্ধা নিবেদন এবং কৃতজ্ঞতাপূর্ণ আরাধনা। নৈতিক জীবন হচ্ছে ইতিহাসের বাস্তবতায় ঈশ্বরের পরিকল্পনার সঙ্গে সহযোগিতা।

দীপাবলী উৎসব উপলক্ষে ভাটিকানের আন্তঃধর্মীয় সংলাপ বিষয়ক দপ্তর থেকে শুভেচ্ছা

হিন্দু-খ্রিস্টান: দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার Nostra Aetate (আমাদের যুগে) ঘোষণাপত্রের চেতনায় পারস্পরিক সহযোগিতা ও সংলাপের মধ্য দিয়ে বিশ্বশান্তি গঠন

প্রিয় বন্ধুগণ,

এ বছর ২০ অক্টোবর আপনারা পালন করছেন/করেছেন দীপাবলী উৎসব; আর এই উৎসব উপলক্ষে ভাটিকানের আন্তঃধর্মীয় সংলাপ দপ্তর আপনাদের জানায় আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। আলোর এই মহোৎসব আপনাদের জীবনকে করুক আলোকময় এবং আপনাদের পরিবার ও সমাজে নিয়ে আসুক সুখ, একতা ও শান্তি। দীপাবলী উৎসবের পরবর্তী অষ্টম দিনে হবে দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার **নস্ত্রা এ্যাতাতে "আমাদের যুগে"** নামক ঘোষণাপত্রটির ষাটতম বার্ষিকী; এটি কাথলিক চার্চের এমনই একটি দলিল যা পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম ও ঐতিহ্যের ভাইবোনদের সাথে সংলাপ ও সহযোগিতার কাজে নিয়োজিত থাকতে পৃথিবীর কাথলিকদের উৎসাহিত করে। তাদের মাঝে "যা-কিছু কল্যাণকর, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক এবং সামাজিক ও কৃষ্টিগত মূল্যবোধ" তা স্বীকার করতে এবং তা রক্ষণাবেক্ষণ করে গড়ে তুলতে ঘোষণাপত্রটি সবাইকে তাগিদ দেয় *(Nostra Aetate 2)*।

বিগত ছয়টি দশক ধরে আন্তঃধর্মীয় সংলাপের এই ঐতিহাসিক উদ্যোগ একটি বৈশ্বিক প্রকল্প হিসাবেই আবর্তিত হয়েছে যা বিবিধ ধর্মবিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসী জনগণের দ্বারা হয়েছে সমর্থিত ও নন্দিত; আর এইভাবেই বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় এক অর্থপূর্ণ অবদান রেখেছে। আর এই বাণীটিই হল সেই বিশেষ ও সুআদর্শ দর্শনেরই প্রতিফল।

এই হীরক জয়ন্তীতে ঘোষণাপত্র "আমাদের যুগে" শান্তির পথ হিসাবে আন্তঃধর্মীয় সংলাপের কৃষ্টি গড়ে তোলার জন্য আমাদের প্রত্যয়ী কার্যক্রমকে নবায়ন করার আহ্বান জানায়। উৎসবমুখর এই কালটিতে আমরা আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ায় আপনাদের আমন্ত্রণ জানাই ধ্যান-অনুধ্যান করতে কীভাবে খ্রিস্টান ও হিন্দু, একসাথে অন্যান্য ধর্মবিশ্বাসী ভাইবোনদের সাথে এক হয়ে আমরা ঘোষণাপত্র **"আমাদের যুগে"** এর চেতনায় সংলাপ ও সহযোগিতার মাধ্যমে শান্তি স্থাপনের আমাদের ঐক্য প্রচেষ্টাকে আরো বলবান করতে পারি।

এমন ধরণের উদ্যমের মূলে যা রয়েছে তা হল, "মানুষে মানুষে, এমনকি জাতিতে জাতিতে একতা ও ভালোবাসা লালন করা" এবং ভেবে দেখা "কি কি জিনিস সব মানুষের মধ্যেই বিরাজমান ও মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ব বাড়িয়ে তোলে" *(আমাদের যুগে # ১)*। দলিলটি "অন্যান্য ধর্মে যা-কিছু সত্য ও পবিত্র" তার কিছুই বর্জন না করতে আহ্বান জানায় এবং "জীবন ও আচরণের ধরন, বিধি-বিধান ও ধর্মীয় বিশ্বাস শ্রদ্ধার চোখে দেখতে, যা সেই সত্যের রশ্মি বিকিরণ করে তা সব মানুষকে আলোকিত করে" *(আমাদের যুগে # ২)*। ঘোষণাপত্রটি "সকল মানুষের কল্যাণের জন্য পৃথিবীর সব মানুষ শান্তি, মুক্তি, সামাজিক ন্যায্যতা ও নৈতিক মূল্যবোধগুলোর সংরক্ষণ ও উন্নতি সাধন" করার স্থির সংকল্প করার উৎসাহ দেয়। *(আমাদের যুগে # ৩)*

"আমাদের যুগে" ঘোষণাপত্রটির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত অনেক কিছুই করা হয়েছে; তবে আরো অনেক কিছু করার বাকী রয়েছে। বর্তমান পৃথিবীতে, যেখানে রয়েছে অবিশ্বস্ততা, মতবিরোধ, টেনসন ও ভাগাভাগি যা ক্রমশ বেড়েই চলছে; এমন বাস্তবতায় আন্তঃধর্মীয় সংলাপ-সম্প্রীতি'র ভীষণ প্রয়োজন বৈকি! দলিলটি ঐক্য ও সম্প্রীতির বীজ চলমানভাবে বপন করতেই থাকবে, আর এইভাবেই এটি হয়ে উঠবে সবার জন্য এক আলোক সংকেত। আন্তঃধর্মীয় বোঝাপড়া এবং সহযোগিতা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে একটি স্থান পেতেই হবে এবং এইভাবেই এটি হয়ে উঠবে একত্রে বসবাস করার এক স্বাভাবিক উপায়।

পোপ চতুর্দশ লিও সকল জনগোষ্ঠীকে "সংলাপ ও সাক্ষাতের মধ্য দিয়ে একত্রে এক জনমণ্ডলী হয়ে সংলাপের মধ্য দিয়ে সেতুবন্ধন তৈরী করার আহ্বান জানিয়েছেন" (*Urbi et Orbi,* 8 May 2025)। তিনি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন যে "শান্তি স্থাপনের লক্ষ্যে সংলাপ ও সহযোগিতার কৃষ্টি গড়ে তোলার এই কাজটি আমাদের সবার উপরই বর্তায়, বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী সবার, যারা নাকি ধ্যান-অনুধ্যান ও জীবন সাক্ষ্য দেওয়ার মাধ্যমে এটিকে অগ্রগতির দিকে নিয়ে যাবে এবং তা সবার মঙ্গল ও ব্যক্তির মর্যাদা দ্বারা উৎসাহিত হবে (*Address to the Movements and Associations of the 'Arena of Peace"* Verona, 30 May 2025)। একমাত্র একত্রে কাজ করেই আমরা এমন এক শান্তি অর্জন ও রক্ষা করতে পারি যার ভিত্তিমূল হল সত্য, ন্যায্যতা, প্রেম ও স্বাধীনতা (cf, John Paul II, *Message for the Celebration of the World Day of Peace,* 1 January 2003)।

এসকল মূল্যবোধ চর্চার জন্য পরিবারের ভূমিকা প্রধান, পরিবারই তো জীবনে শিক্ষা ও বিশ্বাসের প্রাথমিক স্থান। শান্তি প্রতিষ্ঠায় ধর্মীয় ঐতিহ্য, কৃষ্টি-সংস্কৃতিগুলোরও বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে সাথে নিয়েই যারা আদর্শ দিয়ে জনগণকে পরিচালিত করবে; তাদের অনুসারীদের উৎসাহিত করবে ভিন্নতাকে শ্রদ্ধা করতে এবং বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বের সেতুবন্ধন স্থাপন করতে, শিক্ষা ও যোগাযোগ মাধ্যমগুলো শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের লক্ষ্যে হৃদয় মনকে গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করতে পারে। এইভাবেই আন্তঃধর্মীয় সংলাপ ও সহযোগিতা হতে পারে এবং হতেই হবে শান্তি চর্চার জন্য এক অত্যাবশ্যকীয় ও ফলপ্রসূ হাতিয়ার। এগুলো বেড়ে উঠবে এক শক্তিশালী, গতিময় আন্দোলন হিসাবে যা নিত্যই শান্তি বিনির্মাণ ও সুরক্ষার কাজে হবে নিবেদিত।

আপন আপন বিশ্বাসযুক্ত ঐতিহ্যের ভিত্তিমূলে সংস্থাপিত বিশ্বাসী হিসাবে এবং অংশীদারি মূল্যবোধ ও শান্তির জন্য সাধারণ চিন্তা-ভাবনা করে, আমরা হিন্দু ও খ্রিস্টান, অন্যান্য ধর্মবিশ্বাসী ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের সাথে যুক্ত হয়ে হাতে হাত মিলিয়ে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পন্থায় আমাদের গৃহ, সম্প্রদায় ও সমাজগুলোতে শান্তির চর্চা করতে আসুন আমরা বিশ্বশান্তি স্থাপনে দৃঢ় হই, আর তা "সংলাপ-সম্প্রীতির সংস্কৃতিকে একটি উপায় বা পথ হিসেবে; পারস্পরিক সহযোগিতা আচরণের বিধান; বুদ্ধিমত্তার আদান-প্রদান পদ্ধতি ও মানদণ্ড হিসাবে" পোষণ করি। (*Document on Human Fraternity for World Peace and Living Together,* 4 February 2019)

আপনাদের সবার প্রতি জানাই দীপাবলী উৎসবের আন্তরিক শুভেচ্ছা।

কার্ডিনাল জর্জ যাকব কুভাকাদ
অধ্যক্ষ
আন্তঃধর্মীয় সংলাপ বিষয়ক পোপীয় কাউন্সিল, ভাটিকান।

মন্সিনিয়র ইন্দুনিল জানাকারাৎনে কদিথুউযাক্কু কানকানামালাগে
সেক্রেটারী
আন্তঃধর্মীয় সংলাপ বিষয়ক পোপীয় কাউন্সিল, ভাটিকান।

ভাষান্তর: *ফাদার প্যাট্রিক গমেজ*
সেক্রেটারি, সিবিসিবি সংলাপ কমিশন, বাংলাদেশ।

হিন্দু ধর্মীয় উৎসব দীপাবলী উপলক্ষে বিশপীয় খ্রীষ্টিয় ঐক্য ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কমিশনের শুভেচ্ছা-বাণী

প্রিয় হিন্দু ভাই ও বোনেরা,

২০২৫ খ্রিস্টাব্দে আপনাদের ধর্মীয় উৎসব "দীপাবলী" উপলক্ষে বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কমিশন আপনাদের জানায় প্রীতি-শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। উৎসবটিতে মাটির প্রদীপ জ্বালানো হয়; আলোকময় জীবনের জন্য দেবতার কাছে পূজা-প্রার্থনা নিবেদন করা হয়। আরো কৃষ্টিগত অনেকভাবেই উৎসবটি হয়ে উঠে আলোর উৎসব।

আলো অন্ধকারকে দুরীভূত করে। আধ্যাত্মিক অর্থে পাপ হল মানব জীবনের অন্ধকার। বর্তমান বিশ্বে এমন অন্ধকার বিরাজ করছে বৈকি! যুদ্ধ হানাহানি, বিভেদ-বিচ্ছেদ দেশে দেশে, সমাজে সমাজে। আরো আছে রাজনৈতিক কোন্দল যা বিশ্বকে করে বিষাদময়। বাংলাদেশেও তো এমন বাস্তবতার শেষ নেই; মানব হত্যা, ঝগড়া-বিবাদ, বৈষম্য, অন্যায়-অন্যায্যতা এমন সবই তো অন্ধকার। তবে বাংলাদেশের সকল মানুষই কামনা করে এসকল অন্ধকার থেকে বাংলাদেশ বেরিয়ে এসে যেন আলোর বাংলাদেশ হয়ে উঠে।

আজকের এই দীপাবলী উৎসবে আমাদের সবার প্রার্থনা ও কামনা হবে, বাংলাদেশ যেন অন্ধকারমুক্ত দেশ হয়ে উঠে; সেখানে যেন বিরাজ করে শান্তি ও সম্প্রীতির আলো।

দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার একটি ঘোষণাপত্র **"আমাদের যুগে" (নস্ত্রা এ্যাতাতে)** এমন একটি দলিল যা আন্তঃধর্মীয় সংলাপ-সম্প্রীতির কথা বলে। এই দলিলটির মূল কথাই হল, অন্যান্য ধর্মে যা-কিছু সত্য ও পবিত্র তার স্বীকৃতি দেওয়া ও সমর্থন করা *(দ্রষ্টব্য "আমাদের যুগে" #২)*। দলিলটি ষাট শতকের জয়ন্তী এই বছর!

দীপাবলী উৎসব উপলক্ষে আসুন আমরা সবাই ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে হয়ে উঠি আলোকময় ব্যক্তি, আর গড়ে তুলি আলোকময় সমাজ। আর এইভাবেই বাংলাদেশ হয়ে উঠবে অন্ধকারমুক্ত এক আলোর দেশ যেখানে বিরাজ করবে আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ব।

কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর নামে এবং বিশপীয় সংলাপ কমিশনের নামে সনাতন ধর্মাবলম্বী ভাইবোনদের প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা : শুভ দীপাবলী !!

(আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার, সিএসসি)
সভাপতি
খ্রীষ্টিয় ঐক্য ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ বিষয়ক কমিশন
বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী।

(ফাদার প্যাট্রিক গমেজ)
নির্বাহী সচিব
খ্রীষ্টিয় ঐক্য ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ বিষয়ক কমিশন
বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী।

(১৬ নং পৃষ্ঠার বাকি অংশ)

বাস্তুতান্ত্রিক স্থিতিশীলতার ওপর নির্ভরশীল। মানবজাতির ইতিহাসে নদীর গুরুত্ব যেমন বহুমুখী, তেমনি নদীকে ঘিরে থাকা ঝুঁকিগুলোর পরিধিও বিস্তৃত। শিল্প দূষণ, অবৈজ্ঞানিক ভরাট, অনিয়ন্ত্রিত জল উত্তোলন ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব–এসব মিলিয়ে নদীর স্বাভাবিক অবস্থা হুমকির মুখে। ফলত তীরে বসবাসকারী মানুষদের জীবনযাত্রা, মৎস্যজীবী অর্থনীতি এবং স্থানীয় বাস্তুতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাই নদী রক্ষার কর্মসূচি কেবল পরিবেশগত ক্ষতি প্রতিরোধ নয়; এটি সামাজিক ন্যায্যতা, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতা বজায় রাখার অন্যতম মাধ্যম। আমাদের নৈতিক কর্তব্য হলো এসব দূষণ ও অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো–কিন্তু একাই নয়, সমন্বিত, বহুমাত্রিক প্রয়াসের মাধ্যমে। ব্যক্তিগত জীবনের ছোট পরিবর্তন থেকেই বৃহৎ সুফল আসে। দৈনন্দিন জীবনধারায় পানির ব্যবহার কমানো, প্লাস্টিক ও পরিবেশবান্ধব নয় এমন পণ্যের ব্যবহার কমানো, এবং নদীর কাছাকাছি আবর্জনা না ফেলার অঙ্গীকার–এসবই বহু অঞ্চলে দৃশ্যমান পরিবর্তন আনতে পারে। স্থানীয় পর্যায়ে সংগঠিত নদী পরিষ্করণ অভিযানে অংশগ্রহণ, বৃক্ষরোপণ ও নদীতীরবর্তী সংস্কৃতি-উৎসব আয়োজন মানুষকে নদীর সঙ্গে মানসিকভাবে যুক্ত রাখে এবং দীর্ঘমেয়াদী দায়িত্ববোধ গড়ে তোলে। স্থানীয় কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যবেক্ষণ ও রিপোর্টিং মেকানিজম নদী রক্ষায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে–কারণ স্থানীয় জনগণই হলো নদীর সরাসরি সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষক ও রক্ষক। নদী রক্ষায় কার্যকর কৌশল নির্মাণে সরকারের ভূমিকা অনস্বীকার্য। শক্তিশালী আইন প্রণয়ন, দূষণকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা, জল সম্পদ ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছ নীতি এবং নদীর নাব্যতা রক্ষায় নিয়মিত খনন ও পুনরুদ্ধার কাজ বাস্তবায়ন করা অত্যাবশ্যক। সীমান্তবর্তী নদীগুলোর ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সমন্বয়ও অপরিহার্য–কারণ এক দেশের কর্মকাণ্ড অপর দেশের নদীজীবনকে প্রভাবিত করতে পারে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট বিবেচনায়, নদীর দখল, ভরাট ও দূষণের প্রতিবন্ধকতা উত্থাপন করে স্থানীয়, জেলা ও জাতীয় পর্যায়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা দরকার; এতে স্থানীয় মানুষের জীবিকা ও নিরাপত্তাও নিশ্চিত থাকবে। অবশেষে, নৈতিক দায়বদ্ধতার পাশাপাশি আমাদের হাতে রয়েছে বাস্তব কর্মপ্রণালী–শিক্ষা, সচেতনতা, আইনগত সুরক্ষা ও সম্প্রদায়ভিত্তিক উদ্যোগ। বিশ্ব নদী দিবস আমাদেরকে বারবার জানিয়ে দেয় যে নদীর প্রতি যত্নবান হওয়া কেবল পরিবেশপ্রেম নয়; এটি আমাদের নিজস্ব ভবিষ্যৎ রক্ষার কৌশল। নদীকে 'জীবন্ত সত্তা' হিসেবে সম্মান করা এবং তাকে সুরক্ষিত রাখার জন্য সমন্বিত উদ্যোগ নিলে আমরা শুধু নদীই পুনরুদ্ধার করবো না; বরং একটি টেকসই, ন্যায়সঙ্গত এবং সংস্কৃতি সম্পন্ন সমাজ প্রতিষ্ঠা করবো–যেখানে আগামী প্রজন্মও নিরাপদ, শান্তিপূর্ণ ও স্বল্প-ঝুঁকিপূর্ণভাবে বাস করতে পারবে। কারণ নদীকে বাঁচানো মানে আমাদের সকলকেই বাঁচানো।

কাথলিক মণ্ডলীতে সাধু-সাধ্বীদের প্রতি ভক্তি

ফাদার দিলীপ এস কস্তা

খ্রিস্টীয় উপাসনা প্রতিটি মাসেই নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর ধ্যান প্রার্থনা ও উপাসনা করা হয়। নভেম্বর মাসে মৃত লোকদের স্মরণ করা হয়। বিশেষভাবে প্রয়াত ভক্তদের আত্মার চিরশান্তি কামনা করে প্রার্থনা, মানত, দান ও ত্যাগস্বীকার করা হয়। নভেম্বর মাসের যাত্রা শুরু হয় নিখিল সাধু-সাধ্বীদের স্মরণ দিবসের মধ্য দিয়ে এবং ২ নভেম্বর পরলোকগত ভক্তবৃন্দের স্মরণ দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। গোটা নভেম্বর মাসে প্রয়াত ব্যক্তিদের স্মরণ করা হয়। মানুষের মৌলিক আহ্বান হল স্রষ্টার প্রতি বিশ্বস্ত থাকা এবং ধার্মিক হওয়ার প্রচেষ্টায় রত থাকা। স্রষ্টার প্রীতিভাজন ব্যক্তি হলেন ধার্মিক, ন্যায়পরায়ণ ও সত্যবাদী মানুষ। পবিত্র পুরাতন নিয়মে বলা হয়েছে, "ধার্মিকদের আত্মা কিন্তু ঈশ্বরেরই হাতে, কোন যন্ত্রণাই তাদের স্পর্শ করবে না কখনো" *(প্রজ্ঞা ৩:১)*। খ্রিস্টীয় জীবনের পূর্ণতা ও পবিত্রতা অর্জনের লক্ষ্যে যিশু বলেন, "কাজেই স্বর্গে বিরাজমান তোমাদের পিতা যেমন সম্পূর্ণ পবিত্র, তেমনি তোমাদেরও হতে হবে সম্পূর্ণ পবিত্র" *(মথি ৫:৪৮)*।

ঐশ ইচ্ছা পালন করা, ঐশ বিধানে আনুগত্য স্বীকার করে ন্যায়বান ও পরকল্যাণে জীবন নিবেদনের একান্ত প্রচেষ্টা হলো পবিত্রতা অর্জনের পথ। পবিত্র জুবিলী বাইবেলের ঐশতাত্ত্বিক শব্দকোষে পবিত্রতার বিষয়ে বলা হয়েছে, "হিব্রু ঐতিহ্য, অন্য সবকিছু থেকে যা সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন ও পৃথক, তা-ই পবিত্র। ঈশ্বরের পবিত্রতা এমন যে মানুষ তাঁকে দেখলে আর বাঁচতে পারে না। কিন্তু, যেহেতু মানুষ তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে আসত, সেজন্য তার পক্ষেও তাঁর পবিত্রতার অংশী হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে; এ বিষয়ে প্রাক্তন সন্ধি নানা বিধি নিয়ম জারি করে। ঈশ্বর আপন পবিত্রতায় শত্রু থেকে আপন জনগণকে রক্ষা করার কথা প্রকাশ করেন। মানুষ পাপ দ্বারা ঈশ্বরের পবিত্রতাকে অবমাননা করে *(যাত্রা ৩:৫; লেবীয় ১৯:২; ইসা ৫:১৬; ৬:৩; এজে ৩৬:২৩; প্রত্যা ৪:৮)*"।

সাধু-সাধ্বীগণ পবিত্রতা অর্জনের প্রচেষ্টায় মগ্ন থাকেন, মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পুণ্যাত্মায় পরিণত হন এবং অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হন। তাই দেখা যায় যে, সাধু-সাধ্বীদের মধ্যস্থতায় ভক্ত বিশ্বাসীগণ ঐশ আশীর্বাদ লাভ করে এবং ঐশকৃপায় তাদের ব্যক্তিগত চাওয়া পাওয়ার পূর্ণতা লাভ করে। আদি মণ্ডলীতে সরাসরি সাধু-সাধ্বীদের প্রতি ভক্তির রেওয়াজ ছিলো না। তবে তারা ধার্মিক ব্যক্তি ও ধর্মশহীদদের শ্রদ্ধা ও ভক্তি করতেন এবং তাদের মৃত্যুবার্ষিকী পালন করতেন। কাথলিক মণ্ডলীতে সাধু-সাধ্বীদের প্রতি ভক্তি-প্রদর্শন এবং তাদের মধ্যস্থতায় প্রার্থনা করার প্রথা বেশ পুরোনো। মণ্ডলীতে সাধু-সন্তগণ বিশেষ বিশেষ অনুগ্রহ-কৃপাশীষ দিয়ে থাকেন। যিশু পর্বতে উপদেশ দেবার সময় 'ধন্য' বলে চিহ্নিত করেছেন অন্তরের দীন, ন্যায়বান, দয়ালু, বিনম্র, ধার্মিক, ধর্মনিষ্ঠা, শান্তি স্থাপনকারী এবং অন্তরের নির্মল ব্যক্তিদের হৃদয় *(দ্রঃ মথি ৫:১-১২)*। সাধু-সাধ্বী ঘোষণার সময় তাই অষ্টকল্যাণ বাণীর সাথে ভক্তের জীবনাদর্শ ও কর্ম-বিশ্বাস নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করা হয়।

১. সাধু-সাধ্বীদের ভক্তির প্রথা ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

সাধু ও সাধ্বী শব্দ দু'টির সাথে পবিত্রতার একটি গভীর সম্পর্ক রয়েছে। ল্যাটিন শব্দ Sanctus থেকে Saint শব্দটির উদ্ভব-যার আভিধানিক অর্থ 'পবিত্র'। ইহুদী প্রথা এবং পবিত্র পুরাতন নিয়মে পবিত্রতার পূর্ণ রূপ বলতে ঈশ্বরকে বোঝানো হতো *(ইসা ৫:১৯; ৬:৩; ৪১:১৪; লেবীয় ২১:১৮-২১; ৩৩:২০)*। খ্রিস্টীয় প্রথা এবং বিশ্বাসে খ্রিস্টকেই পবিত্র বলা হয়েছে *(মার্ক ১:১৪; লুক ৪:৩; যোহন ৬:৬৯; প্রেরিত ৩:১৪; ৪: ২৭,৩০)*। পবিত্র নতুন নিয়ম পবিত্রতার ৩টি দিক নির্দেশ করে যা সাধুতার চিহ্নে চিহ্নিত: প্রথমত, যারা পবিত্র জিনিস সহভাগিতা করে ও সংস্কারে বিশ্বস্ত থাকে, দ্বিতীয়ত, যারা খ্রিস্টের সাথে সম্পৃক্ত থাকে ও অন্যের সাথে সহভাগিতা করে এবং তৃতীয়ত, যারা দরিদ্র, অসহায়, নির্যাতিত ও অবহেলিতদের সাথে জীবন সহভাগিতা করে। প্রথম থেকে ৬ষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত সাধু-সন্তদের প্রতি ভক্তি প্রদর্শনের জন্য নির্দিষ্ট কোন মহাপর্ব, পর্ব বা স্মরণ দিবস ছিলো না। তবে ধর্মশহীদদের মৃত্যুবার্ষিকীতে তাদের কথা স্মরণ করা হতো। তাছাড়া যারা পুনরুত্থিত খ্রিস্টের সাক্ষ্য বহন করতো, তাদেরকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হতো। রোমান আইন সংহিতায়ও ধর্ম ও সত্যের পক্ষে যারা সাক্ষ্য দিত বা মৃত্যুবরণ করতো তাদের স্মরণ করার কথা উল্লেখ আছে।

নির্যাতনের যুগে শহীদদের কবর চিহ্নিত করা থাকতো এবং প্রদীপ জ্বেলে ভক্তি-শ্রদ্ধা নিয়ে প্রার্থনা করা হতো। কবরস্থানে বা কাটাকুম্ভের মধ্যে প্রদীপ জ্বেলে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গের রেওয়াজ নির্যাতনের যুগে ছিলো। এছাড়া স্বর্ণযুগের (৯৩১১২-৬০৬) ঐশতত্ত্ববিদ, সন্ন্যাসী ও মঠাধক্ষ্যদের কবরস্থানগুলো শ্রদ্ধার সাথে চিহ্নিত করে রাখা হতো এবং উপাসনার সময় স্মরণ করা হতো। ৬ষ্ঠ শতাব্দীর দিকে বা মধ্য যুগে ধর্মশহীদদের কবরস্থানগুলো পুণ্যস্থান ও তীর্থস্থান হিসাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং ধর্মশহীদদের নিয়ে বিবিধ গল্প কথা ও মাহাত্ম্য গাথা রচিত হয়। তাদের মধ্যস্থতায় প্রার্থনা করে ভক্তবিশ্বাসীর জীবনে বহু আশ্চর্য কাজ সাধিত হয়। ফলে বিশ্বাসী ভক্তগণের মাঝে তাদের মধ্যস্থতায় প্রার্থনা উৎসর্গ করার রীতি বিস্তার লাভ করে। এছাড়া প্রয়াত সৎ, বিশ্বাসী ও ন্যায়বান মানুষদের প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাস দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে।

৭ম থেকে ৯ম শতাব্দীতে স্থানীয় বিশপগণ স্থানীয় ধর্মশহীদ ও প্রয়াত পুণ্যবান ব্যক্তিদের সাধু-সাধ্বী হিসাবে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে স্থানীয় মণ্ডলীর প্রতিপালক হিসাবে গ্রহণ করতেন এবং তাদের স্মরণ করার জন্য নির্দিষ্ট দিন ও তারিখ নির্ধারণ করে তাদের মধ্যস্থতায় ঐশ অনুগ্রহ লাভের জন্য খ্রিস্টযাগে বিশেষ প্রার্থনা উৎসর্গ করতেন। প্রচলিত এই প্রথাকে পোপ মহোদয় পুরোপুরিভাবে গ্রহণ করেননি (বর্তমানে অবশ্য সাধু-সাধ্বী ঘোষণার প্রাথমিক কাজ শুরু করেন স্থানীয় মণ্ডলীর বিশপ মহোদয়)। দশম শতাব্দী পর্যন্ত সাধু-সাধ্বী ঘোষণার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোন আইন বা প্রথা ছিলো না।

৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে পোপ পঞ্চদশ জন (৯৮৫-৯৯৬) উলড্রিক (Uldaric)-কে সাধু হিসাবে ঘোষণা দেন। দ্বাদশ শতাব্দীতে পোপ ৩য় আলেকজান্ডার (১১৫৯-১১৮১) ঘোষণা দেন যে একমাত্র পোপই সাধু-সাধ্বীর নাম ঘোষণা দিতে পারবেন। মণ্ডলীতে ধর্ম ও পুণ্যকর্মে ভূমিকা রাখা এবং অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন পুণ্যাত্মাকেই সাধু-সাধ্বী রূপে ঘোষণা দেওয়া হয়। পোপ পঞ্চম সিক্সতুস (Sixtus V, ১৫৮৫-১৫৯০) রোমান কোরিয়াকে ঢেলে সাজান এবং মাণ্ডলিক ও প্রশাসনিক কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বিভিন্নভাবে দায়িত্ব বন্টন করেন। তিনি সাধু-সাধ্বী ঘোষণা দেবার জন্য একটি বিভাগ খোলেন। এ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত যারা তারা বিচার বিশ্লেষণ করে একজন পুণ্যবান মানুষকে সাধু-সাধ্বী হিসাবে ঘোষণা করার যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করবেন। পোপ চতুর্দশ বেনেডিক্ট (১৭৪০-১৭৫৮) ঘোষণা দেন যে, কোন পুণ্যবান ব্যক্তিকে সাধু-সাধ্বীরূপে ঘোষণা করা হবে রোমের সাধু পিতরের মহামন্দির থেকে যা মণ্ডলীর সর্বজনীনতার বিষয়টি প্রকাশ

করবে। এখানে উল্লেখ্য যে, ৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত ২য় নিসিয়া মহাসভা খ্রিস্ট মণ্ডলীতে সাধু-সাধ্বীর প্রতি ভক্তি প্রদর্শন বিষয়টিকে জোর দেওয়া হয় এবং সাধু-সাধ্বীদের মূর্তি, ছবি, প্রতিকৃতির প্রতি ভক্তি সম্মান প্রদর্শনের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। প্রকৃতপক্ষে মূর্তি, ছবি প্রতিকৃতির মধ্য দিয়ে নিরাকার স্রষ্টার পূজা-অর্চনা ও আরাধনা করা হয়।

২. সাধু-সাধ্বীগণ রক্ষক ও পালক

সাধু-সাধ্বীগণ মণ্ডলীর রক্ষক ও পালক হিসাবে গৃহীত ও পূজিত। গ্রীক রোমীয় পৌরাণিক কাহিনী জুড়ে অসংখ্য দেব-দেবীর কথা রয়েছে। দেব-দেবীগণ বিভিন্ন শক্তি ও ক্ষমতার উৎস এবং আদিকাল থেকে গ্রীস ও রোমে দেব-দেবীর পূজা-অর্চনা করা হতো এবং তাদের সম্মানে মন্দির নির্মাণ করা হতো। দেব-দেবীগণ প্রতিটি নগর-বন্দরের পালক ও রক্ষক হিসাবে বিবেচিত হতো। রোম তথা গোটা ইতালীতে খ্রিস্টধর্ম প্রচার ও প্রসার লাভ করে ৩১২ খ্রিস্টাব্দের পর ধর্ম স্বাধীনতা চুক্তির মধ্য দিয়ে। ফলে ৪র্থ এবং ৫ম শতাব্দীর মধ্যে ইউরোপের প্রধান প্রধান এলাকায় খ্রিস্টধর্ম প্রচারিত হয়। খ্রিস্টধর্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করার সাথে সাথে প্রধান প্রধান শহর-বন্দরগুলোর রক্ষক এবং পালক হিসাবে পুণ্যবান সাধু-সাধ্বীদের নাম ঘোষণা করা হয়। স্থানীয় সাধু-সাধ্বী, ধর্মশহীদ ও বিশপগণ স্থানীয় মণ্ডলীর রক্ষক ও পালক হিসাবে গ্রহণীয় হয়ে উঠেন। স্থানীয় সাধু-সাধ্বীগণ সম্মানের সাথে ভক্তদের নিকট পূজিত হতেন এবং তাদের সংস্পর্শ পাওয়া স্থানগুলো পুণ্যস্থান বা তীর্থস্থান হিসাবে পরিগণিত হতো। সাধু-সাধ্বীদের জন্মস্থান, কর্মস্থান, কবরস্থান ও ব্যবহার্য জিনিসপত্র তীর্থস্থানের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠতো। সাধু-সন্তগণের অলৌকিক ক্ষমতার প্রকাশ পেতো ভক্ত বিশ্বাসীদের ভক্তি, ভালোবাসা ও পূজা-অর্চনার মধ্য দিয়ে। মহান ঈশ্বরের অনুগ্রহ-কৃপা-আশীষ লাভের মাধ্যমেই তারা সাধু-সন্ত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতেন। সাধু-সাধ্বীগণ ধীরে ধীরে ভক্ত বিশ্বাসীদের নিকট বিভিন্ন শক্তির উৎস হয়ে উঠেন এবং ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে শহর-বন্দরের পালক ও রক্ষক হয়ে উঠেন।

৩. মাণ্ডলিক শিক্ষায় সাধু-সাধ্বীগণ

যুগে যুগে গড়ে ওঠা বিশ্বাস ও প্রথায় সাধু-সন্তগণ ঐশ অনুগ্রহ ও কৃপা লাভের মধ্যস্থতাকারী বা মাধ্যম হিসাবে বিবেচিত হয়েছেন। সাধু-সাধ্বীদের প্রতি ভক্তি ও মানতের প্রচলন প্রতিটি দেশে ও গোষ্ঠীতেই বিদ্যমান। দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার (১৯৬২-৬৫) দলিলে বলা হয়েছে, "যাঁরা স্বর্গে বাস করেন, তাঁরা খ্রিস্টের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত হতে পেরেছেন বলে সমগ্র মণ্ডলীতে পবিত্রতায় দৃঢ় থাকতে সাহায্য করেন... তাঁরা আমাদের জন্য স্বর্গস্থ পিতার কাছে অনুনয় করতে ক্ষান্ত হন না। এই যে অনুগ্রহ তাঁরা পৃথিবীতে থাকতে ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে একমাত্র মধ্যস্থতাকারী যিশুখ্রিস্টের মাধ্যমে লাভ করেছেন, তা তাঁরা অন্যদের জন্য কামনা করেন। তাদের এ ভ্রাতৃসুলভ সাহায্যের দ্বারা আমাদের দুর্বলতা বিপুল পরিমাণে লাঘব হয়ে থাকে" *(খ্রীষ্টমণ্ডলী ৪৯; দ্রষ্টব্য ১ তিমথি ২:৫)*।

দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার দলিলে আরো বলা হয়েছে, "যাঁরা স্বর্গে আছেন, তাঁদের স্মৃতিচারণ করার উদ্দেশ্যই শুধু তাঁদেরকে সম্মান দেখানো নয়, বরং ভ্রাতৃপ্রেম অনুশীলনের মাধ্যমে পবিত্র আত্মার সমগ্র খ্রীষ্টমণ্ডলীর ঐক্য শক্তিশালী করে তোলাই এর প্রধান প্রধান উদ্দেশ্য। এই পৃথিবীতে তীর্থযাত্রাকালে, খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের একাত্মতা যেমন আমাদেরকে খ্রীষ্টের নিকটে যেতে সাহায্য করে, তেমনি সাধু-সাধ্বীদের সাথে আমাদের মিলন-সংযোগ খ্রীষ্টের সাথে আমাদের নিবিড়ভাবে সংযুক্ত করে, কারণ উৎস ও মস্তকরূপ খ্রীষ্ট থেকেই প্রবাহিত হয় ঐশ জনগণের জীবন ও অনুগ্রহ ধারা" *(খ্রীষ্টমণ্ডলী ৫০; দ্রঃ এফেসীয় ৪:১-৬)*। আমাদের খ্রিস্টবিশ্বাসের মূলে রয়েছে ঈশ্বরের সাথে চিরকাল বাস করার আহ্বান। সাধু পল নিজেকে ঈশ্বরের নিকট সমর্পণ করে বলেন, "আমরা কেউ নিজের জন্য জীবিত থাকি না কেউ নিজের জন্যে মরেও যাই না " *(রোমীয় ১৪:৭)*।

৪. সাধু-সাধ্বীগণ খ্রিস্টীয় জীবনের আদর্শ

খ্রিস্টীয় ঐতিহ্যে সাধু-সাধ্বীদেরকে ভক্তবিশ্বাসীদের নিকট আদর্শ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তাঁদের জীবনাদর্শ অনুকরণ ও অনুসরণ করে মানুষ পবিত্র হবার অনুপ্রেরণা ও চেতনা লাভ করে। সাধু-সাধ্বীদের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার বিষয়ে দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার শিক্ষা হলো, "খ্রীষ্টমণ্ডলী সর্বদা বিশ্বাস করে এসেছে যে, প্রেরিত শিষ্যগণ এবং সাক্ষ্যমর সাধু-সাধ্বীগণ যাঁরা প্রাণ বিসর্জন দিয়ে খ্রীষ্টীয় বিশ্বাস ও ভালবাসার চরম সাক্ষ্য দিয়েছেন, তাঁরা আমাদের সঙ্গে খ্রীষ্টীয় ভালবাসায় যুক্ত। ধন্যা কুমারী মারীয়া এবং দূতবৃন্দের সাথে সাধু-সাধ্বীদের প্রতি মণ্ডলী বিশেষ ভক্তি প্রকাশ করে এসেছে। মণ্ডলী তাঁদের মধ্যস্থতাও কামনা করে থাকে" (খ্রীষ্টমণ্ডলী ৫০)।

সাধু-সাধ্বীদের মরদেহ স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে রক্ষণের প্রথা অনেক পুরোনো। সাধু বা সাধ্বীদের মরদেহের কোন অংশবিশেষ বা তাঁদের জীবনের সাথে জড়িত কোন অংশকে রেলিক (Relic) হিসাবে শ্রদ্ধা করা হয়। কাথলিক মণ্ডলীর শিক্ষা অনুযায়ী কোন রেলিকের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা বিধেয়। স্থায়ী যজ্ঞবেদীতে সাক্ষ্যমর বা অন্য সাধু-সাধ্বীর রেলিক স্থাপন করা হয়। এক সময় রেলিক নিয়ে ব্যবসা হতো। তাই মণ্ডলীর আইন বিধিতে বলা হয়েছে, "পবিত্র রেলিক বিক্রি করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ" (১১৯০ এবং ধারা ১নং অনুচ্ছেদ)। মণ্ডলীতে ৪র্থ শতাব্দী থেকে ধর্মশহীদের প্রতি ভক্তি এবং তাঁদের স্মৃতি চিহ্ন রক্ষার প্রথা প্রচলিত হয়। মিলানের সাধু আমব্রোস খুবই আনন্দিত ছিলেন যখন বেদীর নিচে খ্রিস্টের মৃত্যুর অংশীদারী ধর্মশহীদদের স্মৃতি চিহ্নসমূহ রাখতে পেরেছিলেন।

৫. আদি মণ্ডলী থেকে বর্তমান মণ্ডলীতে সাধু-সাধ্বী

আদিমণ্ডলী সংঘবদ্ধ জীবন-যাপন করতো এবং সহভাগিতার জীবনের উপর গুরুত্ব দিতো। সংঘবদ্ধ জীবন থেকে যারা মৃত্যুবরণ করতো তাদের সমাধিস্থ করা হতো সম্মানের সাথে এবং তাদের কবর স্মারক চিহ্ন হিসাবে চিহ্নিত করা হতো। রোমের বাইরে নির্যাতন যুগের বেশ কয়েকটি কবরস্থান আজও আদি মণ্ডলীর ধর্মশহীদদের স্মৃতিচিহ্ন রক্ষা করে চলছে। মণ্ডলীতে ১ নভেম্বর ঘোষিত ও অঘোষিত সকল সাধু-সাধ্বীদের স্মরণে পর্ব পালন করা হয়। কাথলিক মণ্ডলীতে এটি একটি মহোৎসব এবং আবশ্য পালনীয় পর্ব। কাথলিক মণ্ডলীর প্রথায় যে কোন ধর্মপ্রদেশের ও ধর্মপল্লীর প্রতিপালক হিসেবে নেয়া হয় কোন সাধু-সাধ্বীর নাম অথবা যিশু-মারীয়া বা কোন পর্বের নাম। দীক্ষার নাম বরাবর সাধু-সাধ্বীদের নাম অনুসারে রাখা হয় এবং দীক্ষার নাম উচ্চারণ করে অন্যান্য সংস্কার প্রদান করা হয়।

সাধু-সাধ্বীদের নাম, তাদের কর্ম, তথা সামগ্রিক জীবন ভক্ত বিশ্বাসীকে সৎ ও প্রকৃত খ্রিস্টান হতে অনুপ্রেরণা যোগায়। মণ্ডলীর দিন পঞ্জিকাতে সাধু-সাধ্বীদের পর্ব শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ ও উদ্‌যাপন করা হয়। সাধু-সাধ্বীদের জীবনাদর্শ অধ্যাত্ম-সাধনা ও কর্মাবলী নিয়ে হাজার হাজার পুস্তক গ্রন্থ রচিত হয়েছে, যা খ্রিস্ট মণ্ডলীকে আধ্যাত্মিক চেতনা দান করে এবং মণ্ডলীর শিক্ষা, ঐতিহ্য ও ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করে। একটি সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিলেই দেখা যাবে যে, মণ্ডলীতে প্রতিদিনই কোন না কোন সাধু-সাধ্বীর পর্ব রয়েছে।

ব্যক্তি জীবনে সাধু-সাধ্বীদের নাম সব সময়ই ব্যক্তিকে চেতনা দেয় সেই-সাধ্বীর গুণাবলী অর্জন করতে। কাথলিক মণ্ডলীর গঠনগৃহ, সেমিনারী, সেবাশ্রম, মঠ-কনভেন্ট, হাসপাতাল, সড়ক-স্মরণী, দোকান-ফ্যাক্টরীসহ যাবতীয় প্রতিষ্ঠানের নাম রাখা হয় সাধু-সাধ্বীদের নামে যা ঐশ বিশ্বাস, ভক্তি ও শ্রদ্ধার কথাই ব্যক্ত করে। সাধু-সাধ্বীদের জীবনাদর্শের আলোকচ্ছটা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মণ্ডলীতে প্রতিফলিত হচ্ছে। কাথলিক মণ্ডলীতে সাধু-সাধ্বীদের মধ্যস্থতায় প্রার্থনা করার প্রচলন সব দেশে ও সব গোষ্ঠীর মধ্যে বিদ্যমান। দীক্ষার নাম রাখার ব্যাপারে সকলেই সাধু-সাধ্বীদের নাম প্রাধান্য দেয় যা

সাধু-সাধ্বীদের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধার কথাই ব্যক্ত করে ও খ্রিস্টীয় জীবনকে দৃঢ় করে তোলে।

৬. সাধু-সাধ্বীদের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা

বাংলাদেশ খ্রিস্ট মণ্ডলীর বিগত পাঁচশত বছরের যাত্রা পথে দেখা যায় যে, বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মিশনারীগণ বাণী প্রচার করেছেন। খ্রিস্টভক্তদের মধ্যে মারীয়া ভক্তির সাথে সাথে সাধু-সাধ্বীদের প্রতি ভক্তিও বেড়েছে এবং জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। ভাওয়াল এলাকাসহ বেশ কয়েকটি অঞ্চলে তাই সাধু-আন্তনীর পালা গান, সাধ্বী আগ্নেসের পালা ও সাধ্বী ফিলোমিনার পালাসহ আরো অনেকভাবে সাধু-সাধ্বীদের প্রতি ভক্তি প্রদর্শনের রীতি দেখা যায়।

আধুনিক জীবন যাত্রার সাথে তাল মিলাতে জীবনের পরিবর্তন হয়েছে অনেক। তবে দীক্ষার নাম রাখার ব্যাপারে এখনও সাধু-সাধ্বীদের নামই প্রাধান্য পায়। এছাড়া ধর্মপল্লী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ক্লাব-সংঘ ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিপালক/প্রতিপালিকা সাধু-সাধ্বীর পর্ব পালন করা হয়ে থাকে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যা সাধু-সাধ্বীদের প্রতি ভক্তি, বিশ্বাস ও ভালোবাসার অনুভূতিই ব্যক্ত করে। ব্যক্তিগতভাবে অনেক ভক্ত বিশ্বাসী নিজ নিজ প্রতিপালকের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি দেখিয়ে থাকে। সাধু-সাধ্বীদের নিকট মানত ও ধন্যবাদ দেবার প্রচলন প্রায় সকল স্থানেই লক্ষণীয়। নিজ নিজ প্রতিপালক বা প্রতিপালিকার গুণাবলী অর্জন করতে চেষ্টা করা একটি সুন্দর দিক। তাছাড়া সাধু-সাধ্বীর প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার গুণে ভক্ত বিশ্বাসীগণ বিপদ আপদের হাত থেকে রক্ষা পান এবং পাপ-প্রলোভন ও মন্দতা থেকে দূরে থাকেন। সাধু-সাধ্বীদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ের প্রতিপালক/প্রতিপালিকা রয়েছেন। যাঁরা বিশ্বাস ও ভক্তি নিয়ে তাঁদের স্মরণাপন্ন হয়ে প্রার্থনা করলে তারা তাঁদের সহায়তা ও অনুগ্রহ লাভ করেন।

৭. সাধু-সাধ্বী হবার আহ্বান সবারই

ক্ষুদ্র পুষ্প সাধ্বী তেরেজা সাধ্বী হয়েছিলেন গভীর ভালোবাসা নিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজ করার মাধ্যমে। মাদার তেরেজা ধন্যা শ্রেণীভুক্ত হয়েছেন অসহায়, অবহেলিত ও নির্যাতিত মানুষের সেবা-ভালোবাসার কারণে। সিয়ান্নার সাধ্বী কাথরিনা প্রাথমিক জীবনে নিরক্ষর ছিলেন। পরিবারের মধ্যে থেকে ডমিনিকান সংঘের ব্রত পালন করে তিনি অসীম সাহসী ও আধ্যাত্মিক-চেতনার সাধ্বী হয়েছেন এবং তাঁকে মণ্ডলী সাধ্বীদের মধ্যে প্রথম 'আচার্য' (Doctor) সম্মানে ভূষিত করা হয়। সাধ্বী তেরেজা বলেন, "আমি খুব শীঘ্রই সাধ্বী হতে চাই" এবং তাঁর সাধারণ কাজের গুণে সাধ্বী শ্রেণীভুক্ত হন।

সাধু ডমিনিক গুজমান মৃত্যুকালে তাঁর সঙ্গীদের নিকট বলেন, "তোমরা কেঁদো না, কারণ আমি মৃত্যুর পরই তোমাদের কাছে আরো বেশি সাহায্যকারী হব এবং মৃত্যুর পরই তোমাদের জন্য আমার সাহায্য বর্তমান সময়ের চেয়ে আরো বেশী ফলপ্রসূ হবে।" লিসিয়ার সাধ্বী তেরেজা বলেন, "আমি পৃথিবীতে ভালো কাজ করে স্বর্গে সময় কাটাতে চাই।" সাধু পলিকার্প তাঁর লেখনীতে উল্লেখ করেন, "আমরা যিশুকে পূজা করি ঈশ্বরের পুত্র হিসেবে। আমরা ধর্মশহীদদের প্রভু যিশুর শিষ্য ও অনুকরণকারী হিসেবে ভালোবাসি এবং যথার্থই ভালোবাসি, তাদের রাজা ও গুরুর প্রতি তাদের তুলনাহীন ভালোবাসার জন্য। আমরাও যেন তাদের সঙ্গী ও সহশিষ্য হতে পারি।"

মণ্ডলীতে অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে যাঁরা তাঁদের সরলতা, নম্রতা, বিশ্বাস, ভক্তি ও ভালোবাসার গুণে সাধু ও সাধ্বী হয়েছেন। তাই বিশ্বাসী দীক্ষিত মানুষ মাত্রই সাধু-সাধ্বী হতে আহূত। সাধু পৌল খ্রিস্টীয় জীবন গড়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, "তোমরা তো পরমেশ্বরের মনোনীতজন, তাঁর পুণ্যজন; তিনি তোমাদের ভালবাসেন। তাই তোমরা দয়া-মায়া, সহৃদয়তা, নম্রতা, কোমলতা ও সহিষ্ণুতার সাজেই নিজেদের অন্তরটাকে সাজিয়ে তোল" *(কলসীয় ৩: ১২)*। যিশু পবিত্র হবার আহ্বানে বলেন, "অন্তরে যারা পবিত্র, ধন্য তারা, তারাই পরমেশ্বরকে দেখতে পাবে" *(মথি ৫:৮)*।

সৎ ও বিশ্বস্ত হবার আহ্বান সকলের জন্যই। সবাইকে নিমন্ত্রণ জানিয়ে রবি ঠাকুর বলেন, "সবারে করি আহ্বান, এসো উৎসুক চিত্তে, এসো আনন্দিত প্রাণ"। ঐশ প্রশংসার গুণে আমরা খাঁটি বিশ্বাসী ও খ্রিস্টভক্ত হয়ে উঠি। আদিমণ্ডলী থেকে বর্তমান মণ্ডলীর এই তীর্থযাত্রা পথে সাধু-সাধ্বীগণের জীবনাদর্শ মণ্ডলীকে প্রাণশক্তি দান করছে। দুর্বল চিত্তের মানুষের সামনে মডেল বা আদর্শ অবশ্যই থাকতে হয়, যাতে সেই দৃষ্টান্তকে অনুকরণ ও অনুসরণ করে তারা ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে পারে। যুগে যুগে, কালে কালান্তরে মণ্ডলীর সাধু-সন্তগণ ভক্তজনগণকে প্রেরণ, সাহস ও অভয় দিয়ে যাচ্ছে এবং বিপদ-সংকুল ও বৈরী পরিবেশে সোজা হয়ে দাঁড়াতে সাহায্য করছে। সাধু-সন্তদের প্রতি ভক্তি-রসে ঐশ আশিষ ধারা বর্ষিত হোক সবার অন্তর মন্দিরে। সাধু-সাধ্বীদের গৌরবদীপ্ত জীবন ও প্রশংসা গীতিকার সুর লহরী আমাদের জীবনকে প্রাণবন্ত শুদ্ধ-সুন্দর ও মহিমাদীপ্ত করে তুলুক!

সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. দানিয়েল লীয়ারী, খ্রীষ্টধর্মীয় শব্দার্থ, সম্পাদনা-সিলভানো গারেল্লো, জাতীয় ধর্মীয় সামাজিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, যশোর, ১৯৯৬।

২. *The new Dictionary of Catholic Spirituality (Editor: Michael Downey), Theological Publication in India, Bangolore, 1995.*

৩. কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা, বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী, ঢাকা, ১৯৯৯।

৪. দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার দলিলসমূহ (সম্পাদনা: ফা: ফ্রান্সিস গমেজ সীমা), কাথলিক বিশপ সম্মিলনী, ঢাকা, ১৯৯০।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: প্রবন্ধটি ফাদার দিলীপ এস. কস্তা কর্তৃক রচিত 'মিলন ধ্যানে জীবন উৎসব' বই থেকে নেওয়া হয়েছে।

গোল্লা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

স্থাপিত: ১৯৬৬ খ্রীঃ, রেজি নং - ১১/৯৪

নিবন্ধন নং-১৫, তারিখ: ০১/০২/১৯৯৪ খ্রিঃ; সংশোধিত নিবন্ধন নং-৩৯, তারিখ: ২২/০৭/২০১২ খ্রিঃ,

পূণ: সংশোধিত নিবন্ধন নং-০৮, তারিখ: ০১/০৩/২০২৩ খ্রীঃ।

গ্রাম: বড়গোল্লা, ডাকঘর: গোবিন্দপুর, থানা: নবাবগঞ্জ, জেলা: ঢাকা।

নোটিশ প্রদানের তারিখঃ ১৯ অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

৩৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

(১ জুলাই ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৩০ জুন ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত)

তারিখ: ১৫ নভেম্বর, ২০২৫ খ্রি: রোজ শনিবার

সময় : সকাল ৯:৩০ মিনিট

স্থান: সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার গীর্জা প্রাঙ্গণ।

এতদ্বারা গোল্লা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড এর সম্মানিত সদস্যগণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ১৫ নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শনিবার, সকাল ৯:৩০ মিনিট হতে গোল্লা সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার গীর্জা প্রাঙ্গণে অত্র সমিতির ৩৫ তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

সমিতির সকল সম্মানিত সদস্যদের উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় যথাসময়ে উপস্থিত থেকে সভার কার্যক্রমকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য সবিনয় অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

বি.দ্র. ঃ সভায় উপস্থিত সদস্যগণের নাম নিবন্ধিকরণ সকাল ৮:৩০ মিনিট হতে ৯:৩০ মিনিট পর্যন্ত।

ধন্যবাদান্তে -

মি. ডানিয়েল রোজারিও
চেয়ারম্যান
গোল্লা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

মি. ভিক্টর গমেজ
সেক্রেটারী
গোল্লা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

বিজ্ঞ/২৪১/২৫

(গত ৩৭ সংখ্যার পরবর্তী অংশ...)

বাংলাদেশে মা মারীয়ার তীর্থস্থানসমূহের পরিচিতি

ফাদার ইলিয়াস পালমা সিএসসি

৩। লূর্দের রাণী মা মারীয়ার তীর্থস্থান, মরিয়ম আশ্রম, দিয়াং, চট্টগ্রাম

বঙ্গোপসাগরের উপকূল ঘেঁষে এবং কর্ণফুলী নদীর অদূরে মনোরম ক্ষুদ্র পাহাড়ি বা টিলা বেষ্টিত অতি মনোরম এক ধ্যানময় ও প্রার্থনাময় পরিবেশে গড়ে উঠেছে দিয়াং মরিয়ম আশ্রমের বুকে অবস্থিত লূর্দের রাণী মা মারীয়ার তীর্থস্থান।

লূর্দের রাণী মা মারীয়ার তীর্থস্থান মরিয়ম আশ্রম, দিয়াং, চট্টগ্রাম

শান্তিময় এই তীর্থস্থানটি এখানে আগত তীর্থ যাত্রীদের হৃদয় ও মন দারুনভাবে স্পর্শ করে, এক স্বর্গীয় স্পর্শের অনুভূতি ভক্তদের হৃদয় মন ভরিয়ে দেয়। অন্তরে গভীর প্রশান্তি ও ঈশ্বরের আশীর্বাদ নিয়ে তীর্থে আগত ভক্তগণ বাড়ি ফিরে যান এক অনাবিল আনন্দ নিয়ে। তীর্থস্থানটি শুধু মাত্র খ্রিস্টানদের জন্য নয়। এই প্রার্থনাময় পুণ্য স্থানটিতে বাংলাদেশের বিভিন্ন কৃষ্টি ও অঞ্চলের খ্রিস্টানগণ লূর্দের রাণী মা মারীয়ার চরণে আশ্রয় নিয়ে তাঁর সাথে ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ লাভ করতে আসেন। সেই সাথে অন্যান্য ধর্মবিশ্বাসী ভাইবোনদেরও এই তীর্থে আগমন ঘটে; সৃষ্টিকর্তার পবিত্র স্পর্শ ও আশীর্বাদ লাভের জন্যে এখানে তারা এসে থাকেন।

এই তীর্থস্থানটির প্রাণপুরুষ স্বর্গীয় "ঈশ্বর সেবক" ব্রাদার ফেভিয়ান লাপ্লান সিএসসি। যৌবনের অদম্য কর্মব্যস্ততা এবং বঙ্গোপসাগর তীরবর্তী দিয়াং এলাকার অতি দরিদ্র, অতি স্বল্প শিক্ষিত তুচ্ছ জেলেদেরকে গভীরভাবে ভালোবেসে, তাদের জন্যে অক্লান্ত পরিশ্রম ও অর্থের প্রাচুর্যে প্রচুর সেবা কাজ করতে করতে এক সময় বয়সের ভারে ক্লান্ত হয়ে আশ্রয় নেন ফাতেমা রাণী মা মারীয়ার স্নেহকোলে। এই মায়ের প্রতি স্বীয় অন্তরের গভীর বিশ্বাস থেকে তিনি গড়ে তোলেন দিয়াং-এর লূর্দের রাণী মা মারীয়ার তীর্থস্থান।

এই প্রসঙ্গে ব্রাদার ফেভিয়ানের বিশেষ ভক্ত ও বিশিষ্ট লেখক ব্রাদার সিলভেস্টার মৃধা সিএসসি, উল্লেখ করেন, "কিন্তু এত সব করে এক সময় তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, বার্ধক্যের ছাপ তাকে ঘিরে ফেলেছে। তাই তিনি ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের দিকে সকল কর্মকান্ড থেকে অব্যাহতি নিয়ে ধ্যান সাধনা ও কৃচ্ছ্র আশ্রমবাসী হয়ে জীবনযাপনের পথ বেছে নেন। এ উদ্দেশ্য সামনে রেখে একটি ধ্যানাশ্রম প্রতিষ্ঠা ও আশ্রমবাসী হয়ে লূর্দ নগরের মা-মারীয়ার অনুকরণে একটি গ্রটো তৈরি করে মায়ের মূর্তি স্থাপন করেন। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের বিশপ যোয়াকিম রোজারিও সিএসসি ২৬ ডিসেম্বর ক্রমান্বয়ে তীর্থযাত্রীদের সমাবেশ দেখে মরিয়ম আশ্রমকে 'তীর্থস্থান' হিসেবে ঘোষণা দেন। সেই থেকে প্রতিবছর সহস্রাধিক মারীয়া ভক্তদের আগমনে বার্ষিকীর তীর্থোৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং ভক্তবৃন্দ মায়ের অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ লাভে ধন্য হচ্ছেন।" (মা মারীয়ার তীর্থোৎসব ২০১৪ পুস্তিকা, পৃ:১৮-১৯)

প্রতিবছর দূরদূরান্ত থেকে হাজার হাজার খ্রিস্টভক্তগণ এখানে চলে আসেন অন্তরে ক্ষুধা নিয়ে মা মারীয়ার আশীর্বাদ নিতে। অনেকে অনেক ধরণের মানত করে থাকেন এবং তারা বিশ্বাস করেন যে, তাদের মানত মা মারীয়ার আশীর্বাদে পূর্ণ হয়।

হলি ক্রস ব্রাদারদের সার্বিক তত্ত্বাবধানে সারা বছর এই পুণ্য তীর্থ স্থানটিতে আধ্যাত্মিক

'ঈশ্বরের সেবক' ব্রাদার ফেভিয়ান লাপ্লান, সিএসসি প্রতিষ্ঠাতা: লূর্দের রাণী মা মারীয়ার তীর্থস্থান, দিয়াং, চট্টগ্রাম

সেবাদানের কাজ পরিচালিত হয়ে আসছে। প্রতিবছর ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় বৃহস্পতিবার বিকাল ও শুক্রবার দুপুর পর্যন্ত মা মারীয়ার তীর্থ উপলক্ষ্যে দিয়াং ও চট্টগ্রামের খ্রিস্টভক্তদের নিয়ে গঠিত তীর্থ কমিটির মাধ্যমে প্রতি বছর অতি সুন্দর, ধ্যানময়, প্রার্থনাময়, শান্তিময় পরিবেশে লূর্দের রাণী মা মারীয়ার তীর্থ উৎসব উদ্‌যাপন উপলক্ষে অতি সুন্দর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। দিয়াং-এর লূর্দের রাণী মা মারীয়ার তীর্থোৎসবের সবচেয়ে সুন্দর ও আকর্ষণীয় দিকটি হলো রাতের অন্ধকারে আঁকাবাঁকা পাহাড়ি পথ পেয়ে মোমবাতির ক্ষীণ আলোয় শোভাযাত্রাসহ পবিত্র জপমালা প্রার্থনা, যা সত্যিই তীর্থে আগত ভক্তদের সকলেরই অনেক ভালো লাগে, তাদের হৃদয় স্পর্শ করে, অনুপ্রাণিত করে এবং প্রার্থনা করতে উৎসাহিত করে।

হলি ক্রস ব্রাদারদের সুনিপুণ কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমে বিগত কয়েক বছরে তীর্থস্থানটির আরো অনেক ধ্যানময়, প্রার্থনাময় ও শান্তিময় পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে তীর্থের আধ্যাত্মিক ভাব ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হয়েছে। এই তীর্থস্থানটিতে এখন সারা বছরব্যাপী ফাদার, ব্রাদার, সিস্টারদের জন্য এবং সাধারণ খ্রিস্টভক্তদের জন্য নির্জন ধ্যান-প্রার্থনার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সহায়িকা: ব্রাদার সিলভেস্টার মৃধা, সিএসসি, "মহৎ ব্যক্তির মহৎ কাজ",

মা মারীয়ার তীর্থোৎসব, দিয়াং, চট্টগ্রাম ২০১৪, পৃ:১৭-১৯।

৪। জপমালা রাণী মা মারীয়ার তীর্থমন্দির, রাজারামপুর, দিনাজপুর

বাংলাদেশের সর্ব উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের খ্রিস্টভক্তদের প্রাণপ্রিয় মা মারীয়ার নিকট নিবেদিত রাজারামপুরে "জপমালা রাণী মা মারীয়ার তীর্থমন্দির"। দিনাজপুরের তৎকালীন প্রয়াত পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ মজেস মন্টু কস্তা সিএসসি-এর আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণায় ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে মুক্তিবর্ষ উপলক্ষে বিশেষ জয়ন্তী স্মরণে রাজারামপুরের মা মারীয়ার তীর্থমন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই তীর্থমন্দিরটি পম্পেই-এর মা মারীয়ার নিকট উৎসর্গীকৃত, তবে এটি সাধারণত "পবিত্র জপমালা রাণী মা মারীয়ার তীর্থমন্দির" নামে পরিচিত।

এই তীর্থমন্দিরটি সুইহারি ধর্মপল্লী থেকে প্রায় ৪ কি.মি. উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত এবং এটি দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লীর অধীনস্থ একটি উপ-কেন্দ্র। তীর্থমন্দির ও তীর্থস্থান নির্মাণের পর এর দায়িত্ব ও আধ্যাত্মিক সেবাদানের ভার ফাদার সিজার পেসের, পিমে-এর উপর ন্যস্ত করা হয়। তীর্থমন্দির সংলগ্ন এলাকায় প্রায় ৪০০ কাথলিক বাস করেন এবং তারা সকলেই উপজাতীয় বংশোদ্ভূত।

২০০৪ খ্রিস্টাব্দে ফাদার পেসের মৃত্যুর পর এই তীর্থমন্দিরটিতে কোনও স্থায়ী পুরোহিত ছিলেন না। ২০০৪ থেকে ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ব্রাদার এতোরে কাসেরিনি পিমে, সেখানে

জপমালা রাণী মা মারীয়ার তীর্থমন্দির
রাজারামপুর, দিনাজপুর

অবস্থান করেন। তখন থেকে দিনাজপুরের ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লীর যাজকগণ সপ্তাহে দু'বার এখানে পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করতে আসতে থাকেন।

২০১৪ খ্রিস্টাব্দে ব্রাদার কাসেরিনি বয়োঃবৃদ্ধ সংক্রান্ত সমস্যার কারণে বাধ্য হয়ে ইতালিতে চলে যান, সেই বছর থেকে তীর্থমন্দিরটি পরিচালকবিহীন হয়ে পড়ে। ২০১৪-এর অক্টোবর থেকে দিনাজপুরের বিশপ সেবাস্তিয়ান টুডুর অনুরোধে ফাদার জিয়ানান্তোনিও বায়ো পিমে, ৭৩ বছর বয়সে রাজারামপুরে মা মারীয়ার তীর্থমন্দিরের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তার আগমনে তখন সেখানকার খ্রিস্টানদের মধ্যে প্রচুর আনন্দের সাড়া পড়ে যায়।

ফাদার পেসের মৃত্যুর কারণে প্রায় এগারো বছর এই তীর্থস্থানটিতে কোন তীর্থ অনুষ্ঠিত হয়নি। দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের বিশপও তখন প্রায় নতুন। ২০১২ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে ফাদার এলিয়াস পালমা সিএসসি হলি ক্রস ফ্যামিলি রোজারী মিনিস্ট্রিজ-এর নতুন জাতীয় পরিচালক নিযুক্ত হয়ে ২০১৩ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি দিনাজপুরের বিশপ সেবাস্টিয়ানের কাছে আগমন করেন। তিনি বিশপ ও অত্র ধর্মপ্রদেশের প্রাক্তন ফ্যামিলি রোজারী টিমের সাথে সভা করেন এবং রাজারামপুরে মা মারীয়ার তীর্থ পুনরায় শুরু করতে অনুরোধ করেন এবং তাকে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন। সেই অনুযায়ী ২০১৩ অক্টোবর মাসে তীর্থ করার সিদ্ধান্ত হয়। তিন দিনের পবিত্র খ্রিস্টযাগসহ নভেনা আমি (ফাদার এলিয়াস পালমা) পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে পরিচালনা করি। চতুর্থ দিনে শ্রদ্ধেয় বিশপ মহোদয় তীর্থ উৎসবের পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন এবং মাত্র ৪৫০ জন উপস্থিত ছিলেন। পূর্বেই আমি বিস্কুট কিনে এনে তা খ্রিস্টভক্তদের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা করি।

২০১৪ খ্রিস্টাব্দে বিশপ মহোদয় আমাকে আবার অনুরোধ করেন পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে নয় দিনের নভেনা পরিচালনার জন্য। এই বছর নভেনা ও তীর্থ অনেক সুপরিকল্পিত ছিল- নয় দিনে আশেপাশের ধর্মপল্লী থেকে নয়টি দল নভেনায় অংশগ্রহণ করে। দশম দিন, তীর্থ উৎসবের দিনে প্রথমবারের মতো প্রায় ছয় হাজার খ্রিস্টভক্ত মা মারীয়ার তীর্থে আগমন করেন, যা সত্যিই সবাইকে অনেক অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করেছে। প্রতিবছর এই সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মা মারীয়ার এই তীর্থমন্দিরটি সম্বন্ধে এর পরিচালক ফাদার বায়ো পিমে বলেন, "মন্দিরটি একটি বিশেষ স্থান, জপমালা রাণী মা কুমারী মারীয়ার জন্য একটি বিখ্যাত তীর্থস্থান। এটিকে সকলেই একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাসনালয় হিসাবে সম্মান করে এবং এই এলাকার মুসলিমরা, যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ, তাদেরও অনেক শ্রদ্ধা রয়েছে।

অক্টোবর মাসে, আমাদের মা মারীয়ার প্রতি নিবেদিত মাসে, পুরো ধর্মপ্রদেশের খ্রিস্টভক্তগণ আসেন। গত ২৭ অক্টোবর (২০১৭) বার্ষিক তীর্থ-উৎসবে ১১,০০০-হাজারেরও বেশি লোক প্রার্থনার এক অত্যন্ত সুন্দর পরিবেশে সমবেত হয়েছিল।"

২১তম মৃত্যুবার্ষিকী

"ও যে মহা ঘুমে ঘুমিয়েছে
ডাকিস নে রে আর।
কান্না রেখে মহাযাত্রার পথ
করে দে সবার"।

আমাদের সকল কাজে,
সকল প্রার্থনায়,
তুমি থাকবে চিরকাল।

পরিবারের পক্ষে,

হিউবার্ট গমেজ
জন্ম : ২৮.০৬.১৯৪৪
মৃত্যু : ২৬.১০.২০০৪

সুপর্ণা এলিস গমেজ
পিউস রোজারিও
এবং
শঙ্খ লীলাস্মিত রোজারিও

মালঞ্চ গেট্রুড গমেজ
অপর্ণা এ্যানি গমেজ, ডা. জেমস রবার্ট গমেজ, উপাসনা রুথ গমেজ এবং ফ্র্যাঙ্কলিন হিউ গমেজ

সঞ্চয় চার্লস গমেজ, আনাস্তাসিয়া জ্যোতি গমেজ, মায়া বেলা গমেজ ও হৃদ বার্ট্রান্ড গমেজ

ক-১১৬/১৯/২, দক্ষিণ মহাখালী, গুলশান, ঢাকা-১২১২

বিজ্ঞ/২৪৩/২৫

ধরেন্ডা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ
স্থাপিত ঃ ১৯৬০ খ্রিঃ রেজি. নং-৮-১০/১০/১৯৮৫ খ্রিঃ ও পুনঃ রেজি. নং-৪২-৩/১২/২০০৩ খ্রিঃ
ফাদার লিউ জে. সালিভ্যান সিএসসি ভবন, ধরেন্ডা মিশন, ডাকঘর-সাভার, জেলা-ঢাকা।
ফোন ঃ ০১৮৭৭-৭৫৮৬৭১
ই-মেইলঃ dcccu.ltd@gmail.com, ওয়েব সাইটঃ www.dcccul.com

সূত্রঃ তারিখঃ ১৪/১০/২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

৩৭তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা ধরেন্ডা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর সম্মানিত সদস্যবৃন্দ ও সংশ্লিষ্ট সকলের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ২১ নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার সকাল ১০.০০ ঘটিকায় ধরেন্ডা মিশন প্রাঙ্গণে ক্রেডিট ইউনিয়নের **"৩৭তম (রেজিস্ট্রেশনোত্তর) বার্ষিক সাধারণ সভা"** অনুষ্ঠিত হবে।

রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম সকাল ৮.০০ ঘটিকায় শুরু হবে এবং কোরাম পূর্তির জন্য আকর্ষণীয় লটারীর ব্যবস্থা আছে।

উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় সকল সদস্য-সদস্যা'কে যথাসময়ে নিজ নিজ সদস্য বহি/সদস্য আইডি কার্ড ও বার্ষিক সাধারণ সভার প্রতিবেদনসহ উপস্থিত থেকে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

ধন্যবাদান্তে,

উজ্জ্বল শিমন রোজারিও
প্রেসিডেন্ট, ব্যবস্থাপনা কমিটি
ডিসিসিসিইউএল

লিন্টাস রক রোজারিও
সেক্রেটারি, ব্যবস্থাপনা কমিটি
ডিসিসিসিইউএল

বিজ্ঞ/২৪৬/২৫

আশার তীর্থযাত্রী যুবারা, গড়ি ন্যায়-শান্তির ধরা

ফাদার স্ট্যানলী কস্তা

জুবিলী কথাটা শুনলেই আমাদের প্রাণে আনন্দের দোলা লাগে, মন নেচে ওঠে, আনন্দের শিহরণ জাগে। জুবিলী মানেই মৌ-মৌ আনন্দের আমেজ, বিজয়ের সুর, অনেক কিছু পাওয়া ও হওয়ার পরিতৃপ্তি, পূর্ণতার অনুভূতি এবং উদাত্ত কণ্ঠে ঈশ্বরের ধন্যবাদ প্রশংসার স্তুতি। জুবিলী একটি আনন্দের উৎসব যে উৎসব ঈশ্বর নিজেই প্রবর্তন করেছেন।

জুবিলী বর্ষ: জুবিলী উদ্‌যাপন প্রথাটি মোশীয় ইস্রায়েল জাতিকে চিহ্নিত করে, যারা প্রত্যেক ৫০তম বছর জুবিলী পালন করত, যখন ক্রীতদাসদের মুক্ত করে দেওয়া হতো এবং ঋণগ্রস্থদের ঋণ মত্তকুফ করা হতো। এই বর্ষটি কার্যতঃ মুক্তি ঘোষণার সময়। লেবীয় পুস্তকের ২৫ অধ্যায়ে (৮-২২) জুবিলী কী, কেন এবং কীভাবে জুবিলী পালন করা হতো, সে সম্পর্কে সুন্দর ও সুস্পষ্ট নির্দেশনা এবং ব্যাখ্যা রয়েছে। লেবীয় পুস্তকে এর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আলোকপাত করা হয়:

জুবিলী বছর পবিত্র বছর, বিশ্রাম বছর, দায়মুক্তির সময়, প্রতিটি গোত্র ও গোষ্ঠীর স্থায়িত্ব এবং সংহতি রক্ষা করার সময়;

এই সময়টি একটি অনুগ্রহের বর্ষকাল বা স্মারকবর্ষ হিসেবে পরিগণিত হয়। জুবিলী ও তীর্থে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে মানুষ পাপের ক্ষমা ও দণ্ডমোচন লাভ করে, জীবনে চেতনা ফিরে আসে, জীবন নবায়ন হয়।

প্রাচীন বিধানের শিক্ষা অনুসারে জুবিলী হচ্ছে ঈশ্বরের বিভিন্ন দান ও মাহাত্ম্য স্মরণ করে ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, আনন্দ করা এবং অন্য দিকে মানুষের প্রতি দয়া, ক্ষমা ও ভালোবাসা প্রকাশের সময়। জুবিলী শুধু উৎসব পালনের মধ্যেই সীমিত নয়, অন্যের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের, জীবন মূল্যায়নের, মিলন ও ভ্রাতৃত্বের মহোৎসব। এরই ধারাবাহিকতায় খ্রিস্টমণ্ডলীতে জুবিলী পালন রীতি গ্রহণ করা হয়েছে, এর ফলে এই উৎসব আরো বেশি গুরুত্ব লাভ করেছে এবং আজ জুবিলী একটি সর্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়েছে। জুবিলী প্রকাশ করে পূর্ণতার রূপ। পরিপূর্ণ, আদর্শ ও পবিত্র জীবনই জুবিলীর প্রত্যাশা এবং এর মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় জুবিলীর প্রকৃত তাৎপর্য ও অর্থ। সাধু লুকের লেখা মঙ্গলসমাচারে প্রভু যিশু তাঁর প্রকাশ্য জীবন ও প্রচার কাজের শুরুতে তাঁর জীবন চরিত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন "প্রভুর আত্মিক প্রেরণা আমার উপর নিত্য অধিষ্ঠিত, কারণ প্রভু আমাকে অভিষিক্ত করেছেন। তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন দীন দরিদ্রের কাছে মঙ্গলবার্তা প্রচার করতে... এবং প্রভুর অনুগ্রহদানের বর্ষকাল ঘোষণা করতে।" *(লুক ৪: ১৮-১৯)* এই ঘোষণা পত্রের মধ্য দিয়ে প্রভু যিশু এই জগতের মুক্তিযুগের সূচনা করেছেন। যিশু এখানে স্পষ্টই বলছেন, তিনি ঈশ্বর প্রেরিত সেই অভিষিক্তজন, যার হাতে রয়েছে মুক্তিযুগের মঙ্গলবার্তা ঘোষণা করার দায়িত্ব। আর এর মধ্য দিয়ে তিনি যেন এক নব যুগের, এক জুবিলী যুগের ঘোষণা পত্র প্রকাশ করছেন।

'আমরা সবাই আশার তীর্থযাত্রী'- পোপ ফ্রান্সিস।

"আশা এমন একটি ঐশতাত্ত্বিক গুণ, যার দ্বারা আমরা আমাদের সুখ হিসাবে ঐশরাজ্য ও শাশ্বত জীবনের বাসনা করি, এর জন্য খ্রিস্টেয় প্রতিশ্রুতির উপর আমরা আস্থা রাখি, আমাদের নিজেদের শক্তির উপর নয়, বরং পবিত্র আত্মার অনুগ্রহের সহায়তার উপর নির্ভর করি।" *(ধর্মশিক্ষা: ১৮১৭)*

..."আশার গুণটি মানুষকে নিরাশা থেকে মুক্তি দেয়; পরিত্যক্ত অবস্থার সময়ে তাকে বহন করে; অনন্ত সুখের প্রত্যাশায় তার দ্বার উন্মুক্ত করে। আশায় প্রাণবন্ত হয়ে সে সমস্ত স্বার্থপরতার হাত থেকে রক্ষা পায়, ও চালিত হয় সেই সুখের দিকে যা প্রবাহিত হয় ভালবাসা থেকে।" *(ধর্মশিক্ষা: ১৮১৮)*

"আশা তোমাদের মনটাকে আনন্দিত ক'রে রাখুক" *(রোমীয় ১২:১২)*। বিশ্বাস থেকেই আশা জন্ম নেয়। আশা মানুষকে পথ দেখায়। এগিয়ে যাওয়ার সাহস যোগায়। আশা মানুষকে লক্ষ্যে পৌছতে সহায়তা করে"। আশা হল ভবিষ্যতের ইতিবাচক কিছুর প্রত্যাশা। কিসের উপর আমাদের বিশ্বাস স্থাপিত? সাধু পল আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় আব্রাহাম, "আশা না থাকলেও আশা রেখে বিশ্বাস করেছিলেন যে, তিনি বহু জাতির পিতা হবেন, যেমনটি তাকে বলা হয়েছিল, 'তোমার বংশ এরূপ হবে' *(রোমীয় ৪:১৮)*। এখানেই আমরা প্রতিটি আশার নিশ্চিত ভিত্তি খুঁজে পাই: ঈশ্বর কখনও আমাদের পরিত্যাগ করেন না (তাঁর নাম- 'Yahweh' আমি আছি যিনি) এবং তাঁর বাণীর প্রতি তিনি বিশ্বস্ত থাকেন। সেই কারণে প্রতিটি পরিস্থিতিতে, তা ইতিবাচক বা নেতিবাচক যাই হোক আমরা একটি দৃঢ় আশা লালন করতে পারি। আশা রাখা হলো ঈশ্বরের উপর আস্থা রাখার সমরূপ, যিনি বিশ্বস্ত, যিনি সন্ধির প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন। সে জন্য বিশ্বাস ও আশা ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কযুক্ত। "বিশ্বাস হল আশার সমার্থক । *(Spe Salvi, 2) "By believing we hope and by hoping we love"- St. Augustine.* "প্রভু যীশু খ্রীষ্টে রয়েছে আমাদের আশার নিশ্চয়তা। "আশাতেই আমরা মুক্তি পেয়েছি।" (পোপ বেনেডিক্ট)। আশার ভিত্তি হলো ঈশ্বরে বিশ্বাস।

খ্রিস্টধর্ম হলো একটি আশাবাদী ধর্ম এবং আমরা খ্রিস্টবিশ্বাসীরা হলাম আশার মানুষ। খ্রিস্টের জন্ম এই অন্ধকার পৃথিবীতে যেন একটি শুকতারার উদয়। খ্রিস্টের জীবন, বাণী এবং সেবাকাজ ছিল দীনহীন, অন্ধজনের জন্য আশা ও মুক্তির বার্তা আর খ্রিস্টের পুনরুত্থান আমাদের জন্য নবজীবন ও আশার সবচেয়ে বড় ঘটনা। আর আমরা সেই পুনরুত্থানের বিশ্বাসী মানুষ। যে যিশুকে ক্রুশে টাঙ্গিয়ে হত্যা করে কবরস্থ করে কবরের উপর বড় একখানা পাথর চাপা দিয়ে রেখেছিল, পুনরুত্থিত খ্রিস্ট সেই কবর খুঁড়ে, পাথর ঠেলে তিন দিন পর কবর থেকে মহা বিজয়ীর বেশে বেরিয়ে আসলেন। তাই আমরা খ্রিস্টের পুনরুত্থানে বিশ্বাসী মানুষ নতুন আশার মানুষ, নতুন জীবন পথের যাত্রী। খ্রিস্টের পুনরুত্থান এই ব্যাথাময়, দুঃখময় ও হতাশার পৃথিবীতে নতুন আশা, সাহস ও প্রেরণা যোগায়। আমরা বিশ্বাস করি: Our Good Fridays will be followed by Easter Sundays. তাই জীবন বাস্তবতায় আমরা ক্লান্ত হই কিন্তু হতাশ হই না, পড়ে যাই কিন্তু পড়ে থাকি না। We are resurrection people, it gives us the good news that no tomb can hold us down any more--- neither the tomb of despair, discouragement, doubts, nor death. .... আশা কখনও মানুষকে হতাশ করে না। আশা মানুষের মনকে সঞ্জীবিত রাখে, স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখে। আশা জীবনে একটি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি দান করে। Be positive, see positive. 'দৃষ্টিভঙ্গি বদলাও, জগত বদলে যাবে'- কোয়ান্টাম মেথড। আশা জীবনের চ্যালেঞ্জগুলোকে সুযোগে রূপান্তরিত করে। খ্রিস্টীয় আশা রূপান্তর করে (trasformative).

পোপ ফ্রান্সিস :

- প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তরে আশার বাসনা আছে, ভাল কিছু হবে, আসবে সুদিন।

- ঐশরাজ্যের বাসনা করা- আনন্দ

- আশা সরাসরি ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে, আশা আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের দিকে ধাবিত করে। আশা নতুন কিছু শিখতে সাহায্য করে। আশা নিরাময় করে, আশা ভয়কে জয় করতে সাহায্য করে, আশা অন্যকে সাহায্য করতে সহায়তা করে।

সাধু পল খ্রিস্টের আশায় রূপান্তরিত এক পথ যাত্রী ও আশার সাক্ষ্য বহণকারী। দামাস্কাসের পথে সৌল ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়েছেন, উঠেছেন এবং চলতে/ হাঁটতে শুরু করেছেন। (সৌল থেকে পল হয়েছেন) পলের কাছে 'আশা' শুধুমাত্র একটি ধারণা বা আবেগ নয়, বরং একজন জীবনময় ব্যক্তি। তিনি ঈশ্বর পুত্র যিশুখ্রিস্ট। এই নিশ্চিত বিশ্বাসে প্রগাঢ়ভাবে অনুরক্ত হয়েই তিনি তিমথির কাছে লিখতে পেরেছিলেন, "আমরা তো আশা-ভরসা রেখেছি স্বয়ং জীবনময় ঈশ্বরেরই ওপর" *(১ তিমথি ৪:১০)*। এই "জীবনময় ঈশ্বর" হচ্ছেন

পুনরুত্থিত যিশুখ্রিস্ট, যিনি পৃথিবীতে উপস্থিত আছেন। তিনিই হচ্ছেন প্রকৃত আশা: যে খ্রিস্ট আমাদের সঙ্গে ও আমাদের মধ্যেই বাস করেন; আর তিনি তাঁর অনন্ত জীবনের সহভাগী হতে আমাদের আমন্ত্রণ জানান। তাই একজন খ্রিস্টানের প্রত্যাশাময় যাচ্না হল "স্বর্গরাজ্য ও অনন্ত জীবনে প্রকৃত সুখ, যা আমরা পাই খ্রিস্টের প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভরশীল হয়ে, কিন্তু আমাদের শক্তির উপরে নয়; আমরা তা পাই পবিত্র আত্মার অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল হয়ে" *(কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা, ১৮১৭)*।

আশার তীর্থযাত্রী যুবারা

T. T. Monger said, "Youth is the time to do something and to be someone." যুব বয়স হল কিছু করা ও হওয়ার সময়। যুব বয়স যেন জীবনের বসন্তকাল। প্রাণ শক্তিতে ও প্রাণ প্রাচুর্যে ভরা জীবনের সবচেয়ে সুন্দর এই সময়টিতে যুবারা স্বপ্নময় প্রত্যাশায় আগামীর জন্য উপযুক্ত করে নিজেদের গড়ে তোলে। একটি ক্ষুদ্র বীজের মধ্যে যেমন লুকিয়ে থাকে একটি বিরাট বটগাছ, একজন যুবকের মধ্যে তেমনি লুকিয়ে আছে অমিত সম্ভাবনা। তাই এই সময়টি হল নিজেকে বিকশিত ও প্রস্ফুটিত করার মুখ্যম সময়। মানব সমাজকে যদি একটি গাছের সাথে তুলনা করি, তবে যুবারা হল সেই গাছের ফুল। যদি মানবদেহের সাথে তুলনা করি, যুবারা হল দেহের হৃদয়।

যিশু যৌবনেই মানবপ্রেম ও সেবার ব্রত নিয়ে নাজারাথের ছোট্ট ঘরের গণ্ডি পেরিয়ে, ঘর ছেড়ে বেড়িয়ে পড়েছিলেন জীবনবাণী নিয়ে, মানব প্রেমের দীক্ষা নিয়ে, পৃথিবীতে ঐশরাজ্য গড়ার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে। এই যুব বয়সেই তিনি মানুষের সার্বিক মুক্তি সাধনে স্বেচ্ছায় ক্রুশে প্রাণ বিলিয়ে দিয়েছিলেন। তার জীবন দশায় আমরা দেখতে পাই যুবক শিষ্য যোহনের প্রতি তাঁর বিশেষ স্নেহ, সেই ধনী যুবকের প্রতি বিশেষ ভালোবাসা। যুবারা যিশুর হৃদয়ের খুব কাছের মানুষ। যুবারা সব পারে, বাঁধার পাহাড় ডিঙাতে পারে, অথৈয় সাগর পাড়ি দিতে পারে, কঠিনতম ত্যাগস্বীকারটুকু করতে পারে, এমনকি মৃত্যুকে সানন্দে আলিঙ্গন করতে পারে। যুবার যোদ্ধা। যুবারা এই পৃথিবীর আশা ও আনন্দ। যুব বয়স আশাবাদী সময়। সবার আশা যুবারা একদিন একটি নতুন পৃথিবী গড়ে তুলবে, ছিনিয়ে আনবে একটি নতুন সূর্য, একটি সোনালী ভোর। তাই কবি সুকান্ত যথার্থই বলেছেন, 'এখন যৌবন যার যুদ্ধে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়'। যুবারাই পারে স্বপ্ন দেখতে, স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদান করতে এবং স্বপ্নের পৃথিবী গড়ে তুলতে। যুব শক্তি, যুব প্রাণ, সাধনা ও ত্যাগের দ্বারা মানুষের বাসযোগ্য, সবার প্রত্যাশিত একটি পৃথিবী গড়ে তোলা যুবাদের দ্বারা সম্ভব। তাই 'আমরা যদি না জাগি মা কেমনে সকাল হবে! তোমার ছেলে উঠলে মাগো রাত পোহাবে তবে।'

কিন্তু আশার সংকট যুবাদেরকে বেশি করে আক্রান্ত করে। যুব-বয়স আশাবাদী হওয়ার একটি বিশেষ সময়, কারণ এ বয়সটি একরাশ স্বপ্নময় প্রত্যাশা নিয়ে আগামীর দিকে তাকাতে আমাদের উদ্বুদ্ধ করে। অথচ বাস্তবতা হল আশার সংকট নতুন প্রজন্মকেই বেশি করে আক্রান্ত করে। অসুস্থ পারিবারিক পরিবেশ, ঘুণে ধরা সমাজ, স্থবির-জীর্ণ মণ্ডলী, দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতি, বৈষম্যপূর্ণ পৃথিবী যুবাদের হতাশাগ্রস্ত করে, ক্লান্ত করে। সমাজের আদর্শহীনতা, গণমাধ্যম ও বিজ্ঞান প্রযুক্তির অপব্যবহার যুবসমাজকে আক্রান্ত ক'রে, মোহগ্রস্ত, নেশাগ্রস্ত করে, ফলে জীবনের লক্ষ্য- গতি-গন্তব্য হারিয়ে ফেলে, তারা ইচ্ছার দৈন্যতার ভোগে, বড় ও সুন্দর কিছু করার স্বপ্ন হারিয়ে ফেলে। অনেক সময় তারা হতাশার অতল গহ্বরে তলিয়ে যায়, যার ফলে অনেকে নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ে, এমনকি আত্মহননের মত পথও বেছে নেয়। আর এক্ষেত্রে খ্রিস্টান যুবক-যুবতীদের আনুপাতিক সংখ্যা বেশি। তাই খ্রিস্টমণ্ডলী, খ্রিস্টসমাজ এবং খ্রিস্টীয় পরিবারের দায়িত্ব হল বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে যুব সমাজকে আশাবাদী করে তোলা। পুণ্যপিতা বেনেডিক্ট তার ২৪তম বিশ্ব যুব দিবসের বাণীতে যুবাদের উদ্দেশে বলেন, "প্রিয় যুবক-যুবতীগণ, খ্রিস্টকে অনুসরণ করতে এবং সেবা ও উদার দায়বদ্ধতার দাবিমূলক ও সাহসী পথে হাঁটতে ভয় করো না। সেই পথে তোমরা সেবা করতে আনন্দ পাবে, তোমরা এমন এক আনন্দের সাক্ষী হবে যা এ জগৎ দিতে পারে না। তোমরা অপরিসীম ও চিরন্তন ভালোবাসায় জীবন্ত অগ্নিশিখা হয়ে উঠবে, অন্তরে তোমরা যে আশা লালন করছ তার উত্তর দিতে শিখবে" *(১ম পিতর ৩:১৫)*। The World without God is a World without hope. "ধন্য ধন্য সেই মানুষ ভগবানই যার আশা স্থল।" *(সাম ১৪৬:৫)*

আশার তীর্থযাত্রী যুবারা, গড়ি ন্যায়-শান্তির ধরা

'পুনরুত্থিত যিশুর প্রথম উচ্চারিত বাণী হলো, "তোমাদের শান্তি হোক।" প্রথম শান্তি সম্ভাষণ জানানোর মাধ্যমে শিষ্যদের বিশ্বাস দিলেন। দ্বিতীয় বার শান্তি সম্ভাষণ জানানোর পর শিষ্যদের মিশন দিলেন। প্রেরণ দায়িত্ব দিলেন।

"Peace be with you", Hebrew: ***Shalom***= সুস্বাস্থ্য, মঙ্গল কামনা ও বন্ধুত্ব। 'Shalom' শান্তি/ পূর্ণতা। শান্তি আর আনন্দ - পরিপূরক। এই শান্তির অর্থ মঙ্গলময়তা, আনন্দ, জীবনের পূর্ণতা।

১) শান্তির অর্থ গভীর আনন্দ। শান্তির আরেক নাম হচ্ছে 'মঙ্গলময়তা' সমৃদ্ধি। ঈশ্বরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দান হচ্ছে শান্তি।

২) শান্তি হল- একতা, সংহতি ও মিলন। যেখানে বিভাজন, দলাদলি, সেখানে অশান্তি সৃষ্টি হয়। সম্পর্কের উপরই শান্তি প্রতিষ্ঠিত। আমাদের জীবন আচরণ, কথা- যেন অন্যের শান্তি বিঘ্নিত না করে। ছোট একটি কাঁটা সাড়া শরীরের শান্তি নষ্ট করে। "দু'দণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন"।

For Pope 23rd John 'Peace on earth' Peace= Truth, Justice, Charity and Liberty

যুবাদের স্লোগান হলো - 'শান্তির শ্বেত কপোত উড়িয়ে দাও, উড়িয়ে দাও।" শান্তির রং সাদা। সব রঙের মিশ্রণে সাদা রং হয়। মানবীয় অনেক গুণের সম্মেলনে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। আর ন্যায্যতা বলতে সাধারণত বোঝায়–যা সঠিক, যুক্তিসঙ্গত, নিরপেক্ষ এবং সমানভাবে সবার জন্য প্রযোজ্য। এই শব্দটি বাংলা শব্দ "ন্যায়" থেকে এসেছে, যার অর্থ বিচার বা সঠিকতা। এর সাথে যোগ হয়েছে "ন্যায্যতা", যা কোনো গুণ বা অবস্থা বোঝায়। ফলে ন্যায্যতা মানে হলো ন্যায় বা সঠিক আচরণের গুণ বা অবস্থা।

ন্যায্যতা ও শান্তি: ন্যায্যতা ছাড়া শান্তি কখনো টিকে থাকতে পারে না। ন্যায্যতা মানুষের অধিকারকে রক্ষা করে, অন্যায়কে প্রতিরোধ করে, আর শান্তি দেয় অন্তরের প্রশান্তি ও সমাজের স্থিতি। সত্যিকারের শান্তি প্রতিষ্ঠা পায় তখনই, যখন ন্যায্যতা ভিত্তি করা হয়। ন্যায্যতা মানুষকে সম্মানিত করে, আর শান্তি মানুষকে একত্রিত করে। এই দুই একসাথে হলে গড়ে ওঠে একটি ন্যায়ভিত্তিক, নিরাপদ ও মানবিক সমাজ।

যুবসমাজ হলো পরিবর্তনের চালিকা শক্তি। তাদের জীবনে ন্যায্যতা মানে হলো একে অপরের অধিকারকে সম্মান করা, বৈষম্যের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো, সৎভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং নৈতিকতার পথে চলা। আর শান্তি মানে হলো অন্তরের প্রশান্তি ধরে রাখা, দ্বন্দ্বকে সহনশীলতার মাধ্যমে মোকাবিলা করা, সহানুভূতির চর্চা করা এবং সম্পর্ককে ভালোবাসায় গড়ে তোলা। যুবকেরা যখন ন্যায়ের পথে হাঁটে ও শান্তির আলো ছড়ায়, তখন পরিবার, সমাজ ও জাতি একটি সুস্থ ও মানবিক ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হয়। যুবকেরা হলো জাতির স্বপ্নবাহক ও ভবিষ্যতের নির্মাতা। তাদের হাতে সমাজের আগামী দিনের চাবিকাঠি। কিন্তু এই ভবিষ্যৎ তখনই আলোকিত হবে, যখন তারা জীবনে ন্যায্যতা ও শান্তিকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করবে।

যুবাদের প্রতি আহ্বান: হে যুবক যদি তুমি ন্যায্যতা, ন্যায়বিচারের পথে চলো, তবে অন্যায় কখনো তোমার জীবনে আধিপত্য বিস্তার করতে পারবে না। যদি তুমি অন্তরে শান্তি ধারণ করো, তবে তুমি পৃথিবীতে আলো ও আশার উৎস হবে। যুবকেরা যখন ন্যায় ও শান্তির পতাকা বহন করে, তখন সমাজে কোনো অন্ধকার টিকে থাকতে পারে না। "যুবকরা যদি ন্যায্যতা, ন্যায়বিচারের যোদ্ধা ও শান্তির দূত হয়, তবে পৃথিবী বদলে যাবে। পরিবর্তনের শুরু তোমার ভেতর থেকেই।"

আশার তীর্থযাত্রা একটি আধ্যাত্মিক আহ্বান: যিশু এবার বললেন; যুবক আমি তোমাকে বলছি ওঠ! মৃত্যু থেকে জীবনে জেগে ওঠা, পাপ থেকে পুনরুত্থিত জীবনে জেগে ওঠা, হতাশা নিরাশার অন্ধকার থেকে নতুন আলোতে জেগে ওঠার আহ্বান। 'ওঠা' হল- পুনরুত্থান, নবজীবন। যিশু নিজে মৃত্যুশৃঙ্খল ছিন্ন করে পুনরুত্থিত হয়েছিলেন। খ্রিস্টের পুনরুত্থানের শক্তিতে আমরা নতুন জীবনে রূপান্তরিত মানুষ হতে পারি এবং আমরা পতিত মানুষকেও উঠাতে পারি। আমাদের দায়িত্ব হল কাউকে কবর চাপা দেয়া নয় বরং কবরের ঢাকা খুলে দেয়া। 'আমাদের এই যে আশা আছে আমাদের প্রাণের পক্ষ্যে তা যেন একটি নোঙ্গর- নিরাপদ,

মজবুত একটা নোঙ্গর; এই আশা আড়াল পর্দাটির ওপাশে ভিতরে সেই পূণ্যস্থানে প্রবেশ করে।' *(হিব্রু ৬:১০-২০)*

এই পৃথিবীতে দুই ধরনের মানুষ রয়েছে: আশাবাদী (Optimistic) ও নিরাশাবাদী (Pessimistic) মানুষ। গ্লাসটি অর্ধেক ভরা বনাম গ্লাসটি অর্ধেক খালি! আশাবাদী মানুষেরা জানে একটি নষ্ট ঘড়িও দিনে দুইবার সঠিক সময় দেয়।

A Story of Hope: From a crake and rejected marvel stone Michael Angello created the famous statue-Piata. God can create you out of your limitations, brokeness and sins. আশাই জীবন। নিরাশা থেকে কোন কিছু সৃষ্টি হয় না। বিশ্বাস থেকে আশার জন্ম আর প্রার্থনা আশাকে শক্তিশালী করে ও জীবন্ত রাখে। আশা একটি শক্তি, একটি প্রেরণা, সহযাত্রার চেতনা। আশা আছে বলে ভবিষ্যৎ আছে, বেঁচে থাকার প্রেরণা আছে। **'আনন্দরূপ' প্রবন্ধে রবিঠাকুর** আমাদের আশা ও আনন্দকে জাগিয়ে রাখতে বলেছেন। ক্ষুদ্র স্বার্থ ভুলে, ক্ষুদ্র অহমিকা দূর করে নিজের অন্তঃকরণকে একবার জাগিয়ে তুলতে বলেছেন, 'নিজের এই ক্ষুদ্র চোখের দীপ্তিটুকু যদি আমরা নষ্ট করিয়া ফেলি তবে আকাশ ভরা আলো তো আর দেখিতে পাই না'।

মারীয়া আশার তীর্থযাত্রী এবং আশার মাতা: খ্রিস্ট জুবিলীবর্ষের অঙ্গীকার পালনের যাত্রাপথে আমাদের সঙ্গে আছেন আশার জননী কুমারী মারীয়া। যিনি ইস্রায়েল জাতির আশাকে মূর্ত করে তুলেছিলেন, যিনি জগতকে প্রদান করেছেন তার মুক্তিদাতাকে এবং যিনি দৃঢ় আশায় ক্রুশের নীচে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনিই আমাদের আদর্শ ও সমর্থনকারিণী। সর্বোপরি, মারীয়া আমাদের মঙ্গল প্রার্থনা করেন এবং আমাদের পরীক্ষা-দুর্যোগের অন্ধকারময় সময়ে তিনি আমাদের চালিত করেন দ্যুতির্ময় প্রত্যুষে, পুনরুত্থিত খ্রিস্টের সাথে সাক্ষাৎ করতে। সাধু বার্ণাডের একটি সুন্দর ও সুপরিচিত প্রার্থনা, যে প্রার্থনাটির অনুপ্রেরণা এসেছিল মারীয়ার একটি উপাধি 'সমুদ্রের তাঁরা' থেকে: "জীবনের সার্বক্ষণিক উত্থান-পতনে প্রায়ই নিজেকে তুমি ঝঞ্ঝা-বিক্ষুপ্ত অবস্থায় দেখতে পাও; তখন তোমার দৃষ্টি এই তারার দ্যুতি থেকে সরিয়ে নিও না, প্রচন্ড ঢেউও তোমাকে বিচলিত করতে পারবে না। প্রলোভনের জোর-বাতাস যদি বইতে শুরু করে, যদি তুমি গভীর দুঃখ-যন্ত্রণার পাথরের উপর আছড়ে পড়, তবে সেই তারাটির দিকে তাকাও, মারীয়াকে ডাক।... বিপদ, হতাশা, বিহ্বলতায় মারীয়াকে স্মরণ কর, মারীয়ার কাছে প্রার্থনা কর।... তাঁকে অনুসরণ করে তুমি কখনও বিপথে যাবে না; তুমি তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করে কখনও হতাশায় নিমজ্জিত হবে না; তাঁর বিষয়ে চিন্তা করলে তুমি কখনও ভুল করে বসবে না; তাঁর প্রতিপালনে তুমি কখনও হারিয়ে যাবে না; তাঁর সংরক্ষণে থেকে তুমি কখনও ভীত হবে না; তিনি তোমার দিক নির্দেশিকা হলে তুমি কখনও ক্লান্ত হবে না; তাঁর সহায়তায় তুমি নিরাপদে তীরে এসে পৌছবে"।

তোমরা হলে এ জগতের আশা ও আনন্দ, a sing of God's presence. You are the blessing to the world and the instruments of its salvation. Without you and me the earth will be tasteless and the world will be lightless. You will radiate light through your words, good works and lives. এই জগতে ভাবী ঐশরাজ্যের সাক্ষী ও নিদর্শন হবে তুমি। We have a vision of a new heaven and a new earth. We need new men and women who can make this vision/ dream come true in our times. And these are you, young men and women, Z Gen. Each of you has a special role to play, an unique tallent to contribute, to create new heaven and new earth. এই জুবিলী বর্ষে আমাদের আহ্বান হল আশায় নবায়িত হওয়া। খ্রিস্টের আশাতে জীবন নবায়ন করা। আশার দৃশ্যমান চিত্ত হয়ে ওঠা। আশার তীর্থযাত্রী হিসাবে আমাদের আহ্বান হলো: আশার মানুষ হওয়া ও আশার বাহক হওয়া। ন্যায় ও শান্তির জন্য কাজ করা।

একটি গল্প:

৪টি প্রদীপ শান্তি, বিশ্বাস, ভালবাসা ও আশা। নীরবে চারটি প্রদীপ জ্বলছে। তাদের পরস্পরের মধ্যে কথা হচ্ছে প্রথম প্রদীপটি বললো, "আমি হলাম শান্তি" কিন্তু বর্তমান পৃথিবী অশান্তিতে পরিপূর্ণ, তাই কেউ আমাকে গ্রহণ করছে না"। প্রদীপটি তখন ধীরে ধীরে নিভে গেল। দ্বিতীয় প্রদীপটি বললো, "আমি হলাম বিশ্বাস, আমি আর মানুষের অন্তরে থাকতে পারছি না, কেননা আমার গ্রহণীয়তা কমে গেছে"। মৃদু বাতাস এসে প্রদীপটি নিভিয়ে দিল। হঠাৎ তৃতীয় প্রদীপটি বলে উঠলো, "আমি হলাম ভালোবাসা। কিন্তু দিন দিন মানুষ আমাকে অবজ্ঞা করছে, আমাকে এখন আর কেউ বুঝতে চাইছে না।" তখন হঠাৎ করেই প্রদীপটি নিভে গেল। কিছুক্ষণ পর একটি ছোট্ট শিশু সেখানে প্রবেশ করে তিনটি নেভানো প্রদীপকে প্রশ্ন করলো, তোমরা জ্বলছ না কেন? তোমাদের কি শেষ পর্যন্ত জ্বলার কথা নয়? কথাটি বলেই শিশুটি কাঁদতে লাগলো। চতুর্থ প্রদীপটি তখন বলে উঠলো, "তুমি ভয় পেয়ো না আমি হলাম আশা। যেহেতু আমি এখনো জ্বলছি, তাই আমি অন্যদেরও জ্বালাতে পারবো।" শিশুটি উজ্জ্বল দৃষ্টিতে আশার প্রদীপটিকে লক্ষ্য করছিল, আশার প্রদীপ সবাইকে আলো জ্বালিয়ে দিল"। জ্বালাও প্রভু তোমার আলো, জ্বালো অন্তরে, চেতনায় উজ্জ্বল কর। খ্রিস্টীয় আশা কখনো নষ্ট হয় না, শেষ হয় না। 'আশা সর্বশেষে মরে'।

জুবিলী বর্ষের প্রার্থনা: স্বর্গনিবাসী পিতা, তুমি তোমার পুত্র, আমাদের ভ্রাতা যিশুখ্রিস্টে যে বিশ্বাস আমাদের দান করেছ এবং ভালোবাসার যে শিখা পবিত্র আত্মার দ্বারা আমাদের হৃদয়ে প্রজ্বলিত করেছে তা আমাদের মধ্যে তোমার রাজ্যের আগমনের ধন্য আশা পুনরায় জাগ্রত করুক। তোমার অনুগ্রহ আমাদেরকে সুসমাচার বীজের নিরলস কৃষকে পরিণত করুক। সেই সকল বীজ গোটা মানবতা ও সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে সমূলে রূপান্তরিত করুক এক নতুন স্বর্গ এবং এক নতুন পৃথিবী লাভের সেই নিশ্চিত প্রত্যাশায় যখন মন্দতার সমস্ত শক্তিকে পরাভূত করে তোমার গৌরব চিরকালের মত উদ্ভাসিত হবে।

আশার তীর্থযাত্রী এই আমাদের মধ্যে জুবিলীর অনুগ্রহ পুনরায় জাগিয়ে তুলুক স্বর্গীয় সম্পদ লাভের আকুলতা, সেই একই অনুগ্রহ বিশ্বময় ছড়িয়ে দিক আমাদের মুক্তিদাতার আনন্দ ও শান্তি। হে চির ধন্য পরমেশ্বর, তোমারই হোক সমস্ত গৌরব ও প্রশংসা যুগে যুগান্তরে। আমেন।

– পোপ ফ্রান্সিস।

"We are Easter People and Alleluia is our Song" - St. Augustine

আশা আমাদের সামনে এগিয়ে চলতে প্রেরণা দেয়, শক্তি যোগায় ও পথ দেখায়। কিন্তু আমরা জানি এই জগতের সকল আশা পূর্ণ হয় না তবু আমরা আশা করি-আশায় বুক বাধি। আশা করি যে, আমরা একদিন এই জগতের সকল দুঃখ, কষ্ট, হতাশা-নিরাশা, ব্যর্থতা-পরাজয়, ব্যথা-বেদনা সবই জয় করতে পারব। জগতের আশাগুলো সব পূর্ণ না হলেও আমাদের একটা আশা যেন অবশ্যই পূর্ণ হয় আমরা তা চাই। সেই আশা করি কারণ আমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করি। আমরা পবিত্র ত্রিত্বের নামে দীক্ষিত হয়েছি এই আশায় যে, আমরা একদিন আনন্দলোকে, সেই স্বর্গলোকে অনন্তসুখের সেই অমরাবতীতে প্রবেশ করতে পারব। একদিন এই জীবনের শেষে আমরা ঈশ্বরের কাছে যাব তা না হলে অযথাই এ ধর্ম পালন। স্বর্গে যাওয়ার আশায় করলে হবে না, তা অর্জন করার যোগতাও আমাদের অর্জন করতে হবে। এটাই আমাদের আশার তীর্থযাত্রা। এ আশার তীর্থযাত্রা আমরা কীভাবে পূর্ণ করব? এর জন্য আমাদের ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করে প্রার্থনা ও উপাসনায় তাঁকে ডাকতে হবে। ধ্যান-সাধনা, ত্যাগস্বীকার ও দয়ার কাজ করতে হবে; যারা অবহেলিত তাদের প্রতি সদয় হয়ে সাহায্য করতে হবে। সহযোগিতা ও সহভাগিতার মাধ্যমে ভ্রাতৃত্ব ও মিলনের সমাজ গড়ে তুলতে হবে।

এই খ্রিস্টজয়ন্তী বর্ষে আমাদের মনের পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। পাপের পথ থেকে আমাদের মন পরিবর্তন কারতে হবে। অপরকে ক্ষমা দিয়ে অন্যের কাছ ক্ষমা লাভ করে আমরা যেন আমাদের মধ্যে পুরনো সদ্ভাব ফিরিয়ে আনতে পারি। এইভাবে, আমরা একটা সুন্দর সমাজ ও স্থানীয় মণ্ডলী গড়ে তুলতে পারি।

আমাদের সমাজে অসংখ্য মানুষ আর্থিকভাবে ঋণের জালে বন্দি হয়ে আছে; ঋণের কারণে তাদের পরিবার নিয়ে তারা দুর্দশায় পড়ে আছে- তাদের জন্য আমরা সংঘবদ্ধভাবে কিছু করতে পারি কি না তা ভেবে দেখতে হবে। স্বার্থপরতা ত্যাগ করে উদার হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। যিশুখ্রিস্টই আমাদের আশা, তিনিই আমাদের সকল আশার পূর্ণতা।

(গত ৩৬ সংখ্যার পরবর্তী অংশ...)

জল, জীবন ও প্রকৃতির উৎসব

ক্ষুদীরাম দাস

বর্তমান সঙ্কট: নদী আজ বিপন্ন (Current Crisis: Rivers in Danger)

নদীর বহুমুখী গুরুত্ব সত্ত্বেও আজ বিশ্বজুড়ে নদীগুলো মারাত্মক হুমকির মুখে পড়েছে। একদিকে প্রাকৃতিক পরিবর্তন, অন্যদিকে মানবসৃষ্ট নানা কর্মকাণ্ড নদীর অস্তিত্বকে বিপন্ন করছে। ফলে শুধু নদী নয়, পুরো বাস্তুতন্ত্র ও মানবজীবনও ঝুঁকির মধ্যে পড়ছে। বর্তমানে নদী দূষণ একটি বৈশ্বিক সমস্যা। শিল্প-কারখানার অপরিশোধিত বর্জ্য, কৃষিতে ব্যবহৃত রাসায়নিক সার ও কীটনাশক এবং শহুরে গৃহস্থালি আবর্জনা নদীতে মিশে পানিকে বিষাক্ত করছে। এর ফলে পানীয় জলের সংকট বাড়ছে এবং মাছসহ অন্যান্য জলজ প্রাণীর আবাসস্থল ধ্বংস হচ্ছে। অবৈধ দখল ও ভরাট নদীর জন্যে আরেকটি বড় সংকট। বসতি, শিল্প বা অবকাঠামো নির্মাণের জন্য নদী দখল করলে এর স্বাভাবিক গতিপথ সংকুচিত হয়। এর ফলেই বাড়ছে নদীভাঙন, আকস্মিক বন্যা এবং পানি নিষ্কাশনের জটিলতা। দীর্ঘমেয়াদে এসব কার্যকলাপ পুরো অঞ্চলের পরিবেশ ও জনজীবনে বিরূপ প্রভাব ফেলছে। জলবায়ু পরিবর্তন ও নদীর স্বাভাবিক প্রবাহকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করছে। অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, দীর্ঘস্থায়ী খরা এবং অস্বাভাবিক বন্যা নদীর পানির পরিমাণ ও প্রবাহে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করছে। ফলে একদিকে কখনো প্রচণ্ড বন্যা, অন্যদিকে তীব্র পানিসংকট দেখা দিচ্ছে। অনেক জায়গায় অবৈজ্ঞানিকভাবে বাঁধ নির্মাণ করা হচ্ছে, যা নদীর স্বাভাবিক স্রোত ও জলজ প্রাণীর চলাচল ব্যাহত করছে। একইসঙ্গে সেচ ও শিল্পকারখানার জন্য অতিরিক্ত জল উত্তোলনের ফলে নদীর নাব্যতা হ্রাস পাচ্ছে। এতে নদী শুকিয়ে যাচ্ছে এবং জলপথ হিসেবে এর ব্যবহারযোগ্যতা কমে যাচ্ছে। সব মিলিয়ে বলা যায়, নদী আজ বহুমুখী সংকটের মুখোমুখি। এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে নদী রক্ষা করা মানে মানবসভ্যতা ও প্রকৃতিকে রক্ষা করা। সঠিক নীতি, কঠোর আইন প্রয়োগ এবং জনসচেতনতা নদী সংরক্ষণের জন্য অত্যন্ত জরুরি।

বিশ্ব নদী দিবসের প্রাসঙ্গিকতা (Relevance of World Rivers Day)

নদী সংরক্ষণে প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হলো মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করা। পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ তাদের জীবন ও জীবিকার সঙ্গে নদীর সরাসরি সম্পর্কে অবগত হলেও, এর সংকট ও বিপদের দিকগুলো অনেক সময় উপলব্ধি করতে পারেন না। তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের সহায়তায় নদী রক্ষার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা জরুরি। স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নদীর গুরুত্ব নিয়ে কর্মশালা আয়োজন করা যেতে পারে। পাশাপাশি বিশ্ব নদী দিবসের মতো বিশেষ দিবসগুলো মানুষকে নতুন করে ভাবতে শেখায়–নদী কেবল জল নয়, এটি পুরো জীববৈচিত্র্য ও মানব সভ্যতার

প্রাণ। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নদীকে শুধু প্রাকৃতিক সম্পদ নয়, বরং এক জীবন্ত সত্তা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার আন্দোলন জোরদার হচ্ছে। ইতোমধ্যে নিউজিল্যান্ড, ভারত ও কলম্বিয়ার কিছু নদীকে 'আইনি অধিকারসম্পন্ন ব্যক্তি' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এর ফলে নদীকে ক্ষতিগ্রস্ত করলে সেটি আইনের চোখে মানুষের ক্ষতি করার সমতুল্য ধরা হয়। বাংলাদেশেও এ ধরনের দাবি উঠেছে এবং সর্বোচ্চ আদালত নদীকে জীবন্ত সত্তা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে কিছু রায় প্রদান করেছে। এ ধরনের আইন কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা গেলে নদী রক্ষায় এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে। নদী সংরক্ষণ কেবল সরকারের একার দায়িত্ব নয়; স্থানীয় জনগণকেও সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত হতে হবে। স্থানীয় পর্যায়ে নদী পরিষ্করণ অভিযান, বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম এবং নদী তীরবর্তী সাংস্কৃতিক উৎসব আয়োজন মানুষকে নদীর প্রতি আবেগী ও দায়িত্বশীল করে তোলে। উদাহরণস্বরূপ, নদী পরিষ্কারে স্থানীয় যুবসমাজকে যুক্ত করলে তারা শুধু পরিবেশের জন্যে কাজই করবে না, বরং তাদের মধ্যে নেতৃত্ব ও দায়িত্ববোধও তৈরি হবে। আবার নদী তীরবর্তী উৎসব নদীকে কেন্দ্র করে সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের চর্চা জাগিয়ে তোলে, যা মানুষকে নদীর সঙ্গে মানসিকভাবে যুক্ত রাখে। সবচেয়ে কার্যকর নদী সুরক্ষার কৌশল হলো শক্তিশালী নীতি প্রণয়ন এবং তার সঠিক বাস্তবায়ন। সরকার ও নীতিনির্ধারকদের ওপর চাপ সৃষ্টি করা প্রয়োজন যাতে তারা নদী দখল, দূষণ ও অব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রণয়ন করেন। কাগজে-কলমে আইন থাকলেও বাস্তবে প্রয়োগ না হলে তা কোনো কাজে আসে না। তাই নদী ব্যবস্থাপনায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে, যেমন: দূষণকারীদের জন্যে কঠোর শাস্তি, নদী দখলকারীদের উচ্ছেদ, নদীর নাব্যতা ফিরিয়ে আনার জন্য নিয়মিত খনন কার্যক্রম এবং আন্তঃদেশীয় নদীগুলোর ক্ষেত্রে কূটনৈতিক সমাধান। নীতিনির্ধারকরা যদি বৈজ্ঞানিক তথ্যের ভিত্তিতে পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং জনগণকে সম্পৃক্ত করেন, তবে নদী সংরক্ষণ একটি টেকসই আন্দোলনে রূপ নিতে পারবে।

করণীয় ও ভবিষ্যতের ভাবনা (Call to Action and Future Vision)

ব্যক্তিগত স্তর:-নদীর স্বাস্থ্য রক্ষায় প্রত্যেকের ব্যক্তিগত দায়িত্ব সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। একজন মানুষ যদি নিজের দৈনন্দিন অভ্যাসে সামান্য পরিবর্তন আনতে পারেন, তবে তার প্রভাব বিশাল হতে পারে। যেমন–অতিরিক্ত পানি ব্যবহার না করা, দাঁত ব্রাশ করার সময় কল খোলা না রাখা কিংবা গোসলের সময় অপ্রয়োজনীয় জল অপচয় না করা, যা প্রকৃতির সেবার অংশ হিসেবে বিবেচিত। একইভাবে পরিবেশবান্ধব পণ্য ব্যবহার করা, যেমন–প্লাস্টিকের বদলে কাগজ বা পুনঃব্যবহারযোগ্য জিনিসপত্র বেছে নেয়া যা নদী দূষণ কমাতে কার্যকর। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো নদীর আশেপাশে কখনোই আবর্জনা না ফেলা এবং অন্যকেও তা' করতে নিরুৎসাহিত করা। যদি প্রত্যেক নাগরিক এই ছোট ছোট পদক্ষেপকে নিজের দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করেন, তবে নদীকে সুস্থ রাখার আন্দোলন ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়বে।

স্থানীয় স্তর:- স্থানীয় পর্যায়ে নদী রক্ষায় জনগণের সম্পৃক্ততা অপরিহার্য। প্রত্যেক অঞ্চলে নদী পরিষ্করণ অভিযান আয়োজন করা যেতে পারে, যেখানে যুবসমাজ, শিক্ষার্থী এবং

সাধারণ মানুষ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে। এগুলো কেবল নদী পরিষ্কার রাখবে না; বরং মানুষকে নদীর প্রতি আবেগী ও দায়িত্বশীল করে তুলবে। স্থানীয় গণমাধ্যম, স্কুল-কলেজ এবং সামাজিক সংগঠনগুলো সচেতনতা বৃদ্ধির প্রচারণা চালাতে পারে– যেমন: সেমিনার, পোস্টার, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বা নদীতীরবর্তী উৎসব আয়োজন। এর ফলে মানুষ নদীর সঙ্গে শুধু ব্যবহারিক নয়, মানসিকভাবেও যুক্ত হবে। স্থানীয় জনগণের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা নদীকে দখল, দূষণ ও অব্যবস্থাপনা থেকে রক্ষা করতে একটি কার্যকর শক্তিতে পরিণত হতে পারে।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তর:- জাতীয় পর্যায়ে নদী রক্ষার জন্যে শক্তিশালী আইন প্রণয়ন ও কঠোরভাবে তা বাস্তবায়ন অপরিহার্য। শুধু আইন তৈরি করাই যথেষ্ট নয়; বরং নদী দখলদারদের উচ্ছেদ, শিল্পবর্জ্য শোধনাগার স্থাপন, নদীর নাব্যতা ফিরিয়ে আনতে খনন কার্যক্রম চালানো এবং নদী তীরবর্তী বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গ্রহণ করা জরুরি। একইসঙ্গে নদীর স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণের জন্যে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার এবং নিয়মিত জরিপ চালানোও প্রয়োজন। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক স্তরে সীমান্তবর্তী নদীগুলোর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক দেশের সিদ্ধান্ত অন্য দেশের নদীজীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। তাই আন্তর্জাতিক নদী ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতা বৃদ্ধি, যৌথ গবেষণা এবং বৈজ্ঞানিক তথ্য বিনিময় নদী সংরক্ষণের কার্যকর পথ হতে পারে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ছাড়া নদীর প্রকৃত সুরক্ষা সম্ভব নয়। নদীর স্বাস্থ্য রক্ষায় ব্যক্তি, স্থানীয় সমাজ এবং জাতীয়-আন্তর্জাতিক পর্যায়–প্রতিটি স্তরেই সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে। একজন মানুষ যদি নিজের দৈনন্দিন জীবন থেকে দায়িত্ব পালন শুরু করেন, স্থানীয় সমাজ যদি সচেতন হয়ে একত্রে কাজ করে এবং সরকার ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো যদি নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা রাখে, তবে নদীর স্বাস্থ্য নিশ্চিত করা সম্ভব। নদী শুধু প্রাকৃতিক সম্পদ নয়, এটি আমাদের জীবনের ধমনী। তাই একে রক্ষা করা মানে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যে সুস্থ পরিবেশ ও টেকসই পৃথিবী নিশ্চিত করা।

নদীকে রক্ষা করা মানে নিজেদের ভবিষ্যৎ রক্ষা করা–এ মৌলিক সত্যটি যতোই সরলভাবে শোনা যাক না কেন, এর অন্তর্নিহিত অর্থটি গভীর ও বহুমাত্রিক। নদী কেবল পানির একটি উৎস নয়; এটি পরিবেশ, অর্থনীতি, সংস্কৃতি এবং সামাজিক নিরাপত্তার অবিচ্ছেদ্য ভিত্তি। বিশ্ব নদী দিবস আমাদের সেই সংযোগের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়–আমাদের জীবন নদীর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, এবং নদীর প্রতি অবহেলা বা অনাদরে আমরা নিজেরাই দীর্ঘমেয়াদে ক্ষতিগ্রস্ত হই।

বাইবেলের ভাষায়, "যে নিজের ঘর ও আশেপাশের পরিবেশকে উপেক্ষা করে, তার ধন-সম্পদও ক্ষয় হয়।" (হিতো ২৯:২৭); নদী বাঁচলে পৃথিবী বাঁচবে–এ আদ্যন্ত সত্যটি শুধু নীতিগত স্লোগান নয়; বরং বাস্তব কৃষি, খাদ্য নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ও

(বাকি অংশ ০৬ নং পৃষ্ঠায় পড়ুন ...)

পিএইচবি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড
PHB CHRISTIAN CO-OPERATIVE CREDIT UNION LIMITED
স্থাপিতঃ ২৮ ডিসেম্বর, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ, রেজিস্ট্রেশন নং ২২৯/২০, তারিখঃ ২৮ ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
মোবাইল নং- ০১৭৪৮-৪৫৬২৬২, ই-মেইল ঃ phbcccul@gmail.com

সূত্র নং ঃ পিএইচবি/এস/২০২৫-০৩ তারিখ ঃ ২০/১০/২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

৯ম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

(১ জুলাই, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ হতে ৩০ জুন, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত)

এতদ্বারা পিএইচবি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড-এর সকল সম্মানিত সদস্য-সদস্যাগণের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, **আগামী ৭ নভেম্বর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার, বিকাল ৩:৩০ মিনিটে পিএইচবি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড এর অফিস প্রাঙ্গনে (মি. কর্ণেলিয়াস কস্তার বাড়ী)** সমিতির ৯ম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় সমিতি কর্তৃক প্রদত্ত ছবিযুক্ত পাশ বইসহ বিকাল ২:৩০ মিনিট থেকে ৩:৩০ মিনিটের মধ্যে নাম রেজিস্ট্রেশন পূর্বক লটারী কুপন সংগ্রহ করার জন্য সম্মানিত সকল সদস্য-সদস্যাগণকে বিনীতভাবে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। উল্লেখ্য, বার্ষিক সাধারণ সভার দিন শেয়ার, সঞ্চয় বা ঋণ এর বকেয়া পাওনা পরিশোধ করে নিয়মিত হয়ে বার্ষিক সাধারণ সভায় অধিকার প্রয়োগের বিশেষ সুযোগ থাকবে।

অতএব, অনুষ্ঠিতব্য ৯ম বার্ষিক সাধারণ সভা সফল বাস্তবায়নে আপনাদের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছি।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে-

রবার্ট গমেজ
চেয়ারম্যান
পিএইচবি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

দোলন যোসেফ গমেজ
সেক্রেটারী
পিএইচবি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

বিজ্ঞ/২৪৪/২৫

ঐক্য সেবা সমৃদ্ধি
বনপাড়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ
Bonpara Christian Co-operative Credit Union Ltd.
বনপাড়া পৌরসভা, ডাকঘরঃ হারোয়া, জেলাঃ নাটোর।
রেজি. নং- বড়াই ১/১৯৮৫ সংশোধিত ০৩/০৯,০৬/১১
Phone & E-mail: ০১৭১৮৮৪০৫০৫, bonparacredit.bcccu@gmail.com

স্মারক নং- বিসিসিসিইউ ৩৫/২০২৫ তারিখঃ ১১/১০/২০২৫ খ্রিঃ

৬১তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

সম্মানিত সদস্য-সদস্যাবৃন্দ,

সমবায়ী শুভেচ্ছা নিবেন। আপনাদের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, গত ২৭/০৯/২০২৫ খ্রিস্টাব্দ তারিখের নিয়মিত মাসিক সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে, অত্র ক্রেডিট ইউনিয়নের ৬১তম বার্ষিক সাধারণ সভা আগামী ১৪ নভেম্বর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার সকাল ৯:০০ ঘটিকায় ক্রেডিট ভবন সংলগ্ন প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় যথা সময়ে উপস্থিত থেকে সকল কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার জন্য আপনাদের বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে,

(বাবলু রেনাতোস কোড়াইয়া)
চেয়ারম্যান
বনপাড়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ
বনপাড়া পৌরসভা, হারোয়া, বড়াইগ্রাম, নাটোর।

(শান্ত পালমা)
জেনারেল সেক্রেটারী
বনপাড়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ
বনপাড়া পৌরসভা, হারোয়া, বড়াইগ্রাম, নাটোর।

বিজ্ঞ/২৪২/২৫

আনন্দময়ী স্কুল

মিল্টন রোজারিও

ঢাকা শহরের মধ্যখানে পাড়াটির নাম জৈন্তাপুরীপাড়া। এই পাড়ায় ঢুকতে গেলে পাঁচটি গেট দিয়েই ঢোকা যায়। এখন আপনার কোন গেট দিয়ে ঢুকলে সেই আনন্দময়ী স্কুলে যেতে কাছে পড়বে বা সুবিধা হবে সেটি আপনার ব্যাপার। পলাশ তার মেয়ে দীপ্তিকে আনন্দময়ী স্কুলে ভর্তি করাতে চায়। তার বাসা পঞ্চমীতে ইউনিক গ্যাস ফিলিংয়ের কাছে। কারণ, ঢাকায় নাম করা স্কুলের মধ্যে আনন্দময়ী অন্যতম। জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে চার বছরের মেয়ে দীপ্তিকে পলাশ ও লিলি আনন্দময়ী স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেয়।

ছোট্ট দীপ্তি খুব স্মার্ট একটি মেয়ে। খুব সুন্দর করে গুছিয়ে শুদ্ধ ভাষায় কথা বলে। কবিতা আবৃত্তি, গান, নাচ, ড্রয়িং সব কাজ দীপ্তি খুব ভালো মত করতে পারে। স্কুলে ভর্তি হবার পর সে সব শিক্ষিকাদের মন খুব সহজেই জয় করে নেয়। তাই সব শিক্ষিকারা তাকে খুব পছন্দ করে। ভালোবাসে। আদর করে।

ক্লাসের প্রাণ যেন দীপ্তি। ক্লাসের সব বন্ধুরা তার কথা শোনে। শুধু তার ক্লাসের বন্ধুরা নয় অন্য ক্লাসের ছেলেমেয়েরাও দীপ্তিকে খুব পছন্দ করে। ক্লাসে সব কাজেই সে প্রথম হয়। তার প্রতিদ্বন্দ্বি রুনা শিক্ষিকার মেয়ে দিনা। সে ও দীপ্তির মত স্মার্ট। তাই তাদের দু'জনের মধ্যে সব সময় একটা প্রতিযোগিতা লেগেই থাকে। তবে, দিনা দীপ্তির মত গান এবং নাচ করতে পারে না। রুনা ম্যাম যখন দীপ্তিদের ক্লাস নেয় তখন দীপ্তিকেই বেশী প্রশ্নবানে ব্যস্ত রাখে। দীপ্তি তাই এই ছোট্ট বয়সে এখন থেকেই সতর্কভাবে সেই শিক্ষিকার প্রশ্নের সব ঠিকঠাক উত্তর দেয়। ঘাবড়ে যায় না। ঘরে এসে সে মাকে সব বলে দেয়। একদিন দীপ্তি তার মাকে বলে,

- জানো মা, রুনা টিচার না সব সময় আমি কি করি, কার সাথে খেলা করি সব দেখে। আমাকে বলে দিনার সাথে থাকতে, খেলা করতে। দিনা খেলা করতে পারে না। শুধু ঝগড়া করে সবার সাথে। কেউ ওর সাথে খেলা করতে চায় না। এটা দেখেও রুনা ম্যাম আমাকে বকে। আমি নাকি দিনাকে খেলতে নেই না। দীপ্তির মা তাকে বুঝায়। বলে,

- তুমি স্কুলে কারো সাথেই ঝগড়া করবে না। স্কুলে সবাই তোমার বন্ধু। সবাই একসাথে খেলা করবে। তোমাদের স্কুলে সুন্দর একটি খেলার মাঠ আছে। খেলার কত কিছু আছে। কয়টি রাইডার আছে। দীপ্তি বলে,

- জানো মা কয়টা ছেলে আছে, ওরা না খুব দুষ্টু। আমাদের রাইডারে উঠতে দেয় না। নিজেরা উঠে বসে থাকে। আমি একদিন ধরে ওদের মার দেবো। দীপ্তির মা বলে,

- না না। ঐ কাজটি করবে না। তুমি তোমাদের বড় টিচারকে বলবে। তাই সব ঠিক হয়ে যাবে। কেউ আর রাইডারে উঠে বসে থাকবে না।

একদিন ক্লাসে শিউলি ম্যাম এসে দিনাকে একটি প্রশ্ন করে। বলে -

- বলতো দিনা আমাদের দেশের জাতীয় পাখির নাম কি?

- জানো মা দিনা কি বলেছে। এই কথা বলে দীপ্তি মুখে হাত দিয়ে হাসতে থাকে।

- কি বলেছে?

- দিনা বলেছে, কোকিল। আমরা সবাই হেসে দিয়েছি।

- কেন তোমরা সবাই হেসে দিয়েছো?

- ওতো ভুল বলেছে মা।

- তা'হলে ঠিকটা কি হবে?

- দোয়েল।

- ভেরি গুড।

- আর শোন, ক্লাসে কেউ কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারলে, তোমরা হাসবে না। মনে থাকবে তো। কারণ, তোমার ভুল হলে তো ওরাও হাসবে। তখন?

- হ্যাঁ মা, মনে থাকবে।

- এখন যাও বাড়ীর কাজগুলি সব করে ফেলো।

- এখন করবো না। সন্ধ্যার সময় করবো।

- তাহলে, এখন কি করবে?

- বসে বসে খেলবো আর টিভি দেখবো।

- ঠিক আছে আর শোনো, দাদা কলেজ থেকে এসে খেয়ে একটু ঘুমুচ্ছে। টিভির সাউন্ড কমিয়ে কার্টুন দেখবে। ঠিক আছে?

- ঠিক আছে মা।

ক'দিন পর দীপ্তি এসে মাকে বলে,

- একটা কমপ্লেন আছে মা।

- কি কমপ্লেন?

- রুনা ম্যাম রোজ টিফিনের সময় আমার কাছে এসে বসে থাকে।

- তাতে কি হয়েছে?

- আমার টিফিন অর্ধেক ম্যাম খেয়ে ফেলে।

- মানে কি? তুমি কি খাও? দীপ্তি কান্না শুরু করে দেয়। বলে,

- ডিম ভাজা অর্ধেক খেয়ে ফেলেছে। ঐদিন নাগেট দিয়েছো, নুডুলস দিয়েছো সেটাও খেয়ে ফেলেছে। আর কি বলে জানো?

- কি বলে?

- বলে, তোমার মায়ের রান্না খুব মজা। আরো বেশি বেশি নিয়ে আসবে।

- ঠিক আছে। তুমি কান্না করবে না। এখন থেকে আমি তোমার টিফিন বেশি করে দিয়ে দেবো।

স্কুলের বার্ষিক শিক্ষা ও সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সব ছেলেমেয়েদের গার্ডিয়ানকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। সেখানে স্কুলের ছেলেমেয়েরা নাচ, গান, কবিতা আবৃত্তি, অভিনয় করে সবার মন জয় করে।

দীপ্তির আবৃত্তি, গান আর নাচ দেখে সবাই খুব খুশি হয়ে প্রশংসা করেছিল। দিনার কথা কেউ কিছু বলেনি দেখে রুনা ম্যাম রাগ করে দিনাকে নিয়ে চলে গেল। অন্য টিচাররা এটা দেখে অবাক হয়েছিল। ব্যাপারটি বড় ম্যামের চোখও এড়ায়নি।

পরদিন বড় ম্যাম সব শিক্ষিকাকে তার রুমে ডেকে বলেছেন,

- গতকালের ঘটনায় আমি খুব অবাক হয়েছি। একজন শিক্ষিকার এমন আচরণ করা মোটেও উচিৎ হয়নি। স্কুলের সব ছেলেমেয়েদের জ্ঞান বুদ্ধি এক হয় না। একটা কথা সবার মনে রাখতে হবে, এই স্কুলের প্রতিটি ছেলেমেয়ে আমাদের সন্তানের মত। যে ছেলে বা মেয়ে ভালো রেজাল্ট করবে তাকে নিয়ে আমাদের গর্ব করা উচিৎ। কারণ, সে আমাদের সবার মুখ উজ্জ্বল করছে। আমাদের স্কুল আনন্দময়ীর সুনাম বয়ে আনছে। আগামীতে আমি যদি কারো এমন আচরণ দেখি বা শুনি তাহলে আমি তার বিরুদ্ধে অ্যাকশন নিতে বাধ্য হবো। কথাটি মনে রাখবেন সবাই। যান। এখন সবাই যার যার ক্লাসে যান।

আলোচিত সংবাদ

দীপাবলি উৎসবে মাতল সনাতন ধর্মাবলম্বীরা

সোমবার (২০ অক্টোবর) বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে সারা দেশে সনাতন ধর্মাবলম্বীরা উদযাপন করেছেন তাদের দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় উৎসব শ্রীশ্রী শ্যামা বা কালীপূজা। একইসাথে প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপিত হয়েছে আলোর উৎসব দীপাবলি। অন্ধকারের অমানিশা দূর করে মঙ্গলের আলো জ্বালানোর এই উৎসবে মেতে ওঠেন সকলে। হিন্দু পুরাণ অনুসারে, দেবী কালী শক্তির প্রতীক। জগতের সকল অশুভ শক্তিকে বিনাশ করে শুভ শক্তির বিজয় প্রতিষ্ঠার জন্য তার আরাধনা করা হয়। প্রতি বছর কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। দেবী কালী তার ভক্তদের কাছে শ্যামা, আদ্যামা, তারামা, চামুণ্ডা, ভদ্রকালী ও মহামায়া নামেও পূজিত হন। এদিন সন্ধ্যা নামতেই সনাতন ধর্মাবলম্বীদের প্রতিটি ঘর, মন্দির ও শ্মশান ঘাট প্রদীপের আলোয় আলোকিত হয়ে ওঠে। সারি সারি প্রদীপের আলোয় এক মোহনীয় দৃশ্যের সৃষ্টি হয়, যা অশুভকে দূর করে শুভ ও পবিত্রতাকে বরণের প্রতীক। দীপাবলির এই দিনে হিন্দুরা তাদের স্বর্গীয় পিতা-মাতা ও পূর্বপুরুষদের স্মরণ করে তাদের আত্মার শান্তি কামনা করেন।

তথ্যসূত্র: *https://www.somoynews.tv/news/2025-10-20/t133yX01*

আগুনের ঝুঁকি এড়াতে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সতর্কতা জারি

সাম্প্রতিক সময়ে দেশজুড়ে ঘটে যাওয়া কয়েকটি ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের প্রেক্ষাপটে এবার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা নিশ্চিতে জরুরি নির্দেশনা জারি করেছে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি)। সরকারি-বেসরকারি স্কুল-কলেজ থেকে শুরু করে মাঠ পর্যায়ের সকল শিক্ষা অফিসে অগ্নি দুর্ঘটনা প্রতিরোধে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রোববার (১৯ অক্টোবর) মাউশির প্রশাসন শাখা থেকে সহকারী পরিচালক মো. খালিদ হোসেন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এই নির্দেশনা পাঠানো হয়।

নির্দেশনায় বলা হয়েছে, প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং অফিস কক্ষ ত্যাগের পূর্বে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অবশ্যই নিজ নিজ কক্ষের বৈদ্যুতিক সুইচ, লাইট, ফ্যান, কম্পিউটার এবং অন্যান্য সরঞ্জাম বন্ধ করতে হবে। বিশেষ করে, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র বা এসির প্লাগ খুলে রাখা নিশ্চিত করার জন্য কঠোরভাবে বলা হয়েছে। অফিস ত্যাগের আগে এই বিষয়গুলো ব্যক্তিগতভাবে যাচাই করে সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ভূমিকা পালনের জন্য সকলকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। মাউশির এই সতর্কতামূলক পদক্ষেপের পেছনে রয়েছে দেশ কাঁপানো কয়েকটি সাম্প্রতিক দুর্ঘটনা। এই নির্দেশনার মাধ্যমে দেশের প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভৌত অবকাঠামো, মূল্যবান সম্পদ এবং সর্বোপরি শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জীবন নিরাপদ রাখাই মূল লক্ষ্য বলে জানিয়েছে অধিদপ্তর।

তথ্যসূত্র: *https://www.ittefaq.com.bd/757818*

পাঠ্যবইয়ের পাতায় আসছে ঐতিহাসিক 'জুলাই সনদ'

দেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে ভূমিকা রাখা আলোচিত 'জুলাই সনদ'কে স্কুল-কলেজের পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। তবে সময় স্বল্পতা এবং সনদটি এখনও পুরোপুরি বাস্তবায়িত না হওয়ায়, আগামী ২০২৬ খ্রিস্টাব্দের শিক্ষাবর্ষে এটি যুক্ত করা সম্ভব হচ্ছে না। শিক্ষার্থীদের এই ঐতিহাসিক দলিলের সাথে পরিচিত হতে অপেক্ষা করতে হবে ২০২৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। রোববার (১৯ অক্টোবর) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত এক উচ্চ পর্যায়ের সভায় এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়। সংশ্লিষ্টরা জানান, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দের ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণির পাঠ্যবই ছাপার কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। এমন পরিস্থিতিতে নতুন কোনো বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ অত্যন্ত সীমিত। এ বিষয়ে শিক্ষাবিষয়ক জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির একজন সদস্য নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, "পাঠ্যবইয়ে নতুন কিছু সংযোজন করতে হলে তা সম্পাদনা, নিরীক্ষা ও অনুমোদনের একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। এই মুহূর্তে সেই সময় আমাদের হাতে নেই। আমরা চাই, শিক্ষার্থীরা যেন সনদটি সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ ও স্বচ্ছ ধারণা পায়। তাই ২০২৭ খ্রিস্টাব্দের সংস্করণে একটি পূর্ণাঙ্গ অনুচ্ছেদ হিসেবে এটি অন্তর্ভুক্ত করাই হবে সবচেয়ে যৌক্তিক পদক্ষেপ।"

তথ্যসূত্র: *https://www.ittefaq.com.bd/757720*

ভঙ্গুর যুদ্ধবিরতি বাঁচাতে মাঠে নামলো যুক্তরাষ্ট্র

গাজায় সদ্য কার্যকর হওয়া যুদ্ধবিরতি নতুন করে ছড়িয়ে পড়া রক্তক্ষয়ী সহিংসতার কারণে চরম অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে। এই ভঙ্গুর শান্তিচুক্তিকে রক্ষা করতে এবং পরিস্থিতিকে স্থিতিশীল করতে যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ কূটনীতিকরা জোর তৎপরতা শুরু করেছেন। এরই অংশ হিসেবে সোমবার মার্কিন এক প্রতিনিধি দল ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে জরুরি বৈঠকে বসেছে। এদিকে প্রসিডেন্ট ট্রাম্প তার দ্বিতীয় মেয়াদের অন্যতম বড় এই কূটনৈতিক সাফল্যকে রক্ষা করতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন। সোমবার তিনি জানান, যুক্তরাষ্ট্র এই যুদ্ধবিরতি টিকিয়ে রাখতে সম্ভাব্য সব ধরনের পদক্ষেপ নিচ্ছে। তিনি কিছুটা নমনীয় সুরে বলেন, চুক্তি লঙ্ঘনের পেছনে হামাসের শীর্ষ নেতৃত্বের চেয়ে বরং সংগঠনের ভেতরের কিছু বিদ্রোহী গোষ্ঠীর হাত থাকতে পারে। তবে পাশাপাশি তিনি কঠোর হুঁশিয়ারিও দেন। একই সাথে, মিসরের রাজধানী কায়রোতেও যুক্তরাষ্ট্রের একটি উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে হামাস নেতৃত্বের বৈঠক হওয়ার কথা, যা এই শান্তি প্রক্রিয়াকে স্থায়ী রূপ দেওয়ার মার্কিন প্রচেষ্টারই একটি অংশ।

তথ্যসূত্র: *https://www.jagonews24.com/international/news/1061194*

ইতালির শ্রমবাজারে বাংলাদেশিদের জন্য নতুন দিগন্ত

বিশ্বের অন্যতম শিল্পোন্নত ও পর্যটননির্ভর দেশ ইতালি তাদের তীব্র শ্রমিক সংকট মোকাবেলায় এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনির নেতৃত্বাধীন সরকার আগামী তিন বছরে বিভিন্ন দেশ থেকে পাঁচ লাখ বিদেশি কর্মী নিয়োগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে, যা বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য এক বিশাল সুযোগের দ্বার উন্মোচন করেছে।

তবে এবারের আবেদন প্রক্রিয়া হবে অতীতের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন–অনেক বেশি কঠোর, স্বচ্ছ এবং দালালমুক্ত। ইতালি সরকার স্পষ্টভাবে জানিয়েছে, শুধুমাত্র বৈধ ও নিবন্ধিত কোম্পানির মালিক বা স্পন্সরদের মাধ্যমেই দক্ষ কর্মীরা আবেদন করতে পারবেন। আবেদন প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপে নিয়োগকর্তার দেওয়া তথ্য ডিজিটাল পদ্ধতিতে যাচাই করা হবে। তথ্যে কোনো গরমিল পাওয়া গেলে আবেদনটি তাৎক্ষণিকভাবে বাতিল বলে গণ্য হবে। এবারের স্পন্সর ভিসার জন্য আবেদন গ্রহণ শুরু হবে ২৩ অক্টোবর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, সকাল ৯টা থেকে এবং চলবে ৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত। আবেদনকারীদের সুবিধার্থে নির্ধারিত সময়ের আগেই অনলাইনে ফরম পূরণ করে রাখার সুযোগ থাকছে।

তথ্যসূত্র: *https://rtvonline.com/international/349579*

আর্জেন্টিনার স্বপ্ন ভেঙে ইতিহাস গড়ল মরক্কো

কথায় বলে, শেষ ভালো যার, সব ভালো তার। কিন্তু অনূর্ধ্ব-২০ বিশ্বকাপের ফাইনালে এসে সেই শেষটাই ভালো হলো না আর্জেন্টিনার। পুরো টুর্নামেন্টে প্রতিপক্ষকে গুঁড়িয়ে দিয়ে অপরাজিত থাকা আলবিসেলেস্তেরা শিরোপা নির্ধারণী মঞ্চে এসে মুখ থুবড়ে পড়ল। ইয়াসির জাবিরির জোড়া গোলে আর্জেন্টিনাকে ২-০ ব্যবধানে হারিয়ে প্রথমবারের মতো বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করল মরক্কো। চিলির সান্তিয়াগোর ফাইনালটি ছিল এক কথায় মরক্কোর। ম্যাচের শুরু থেকেই আর্জেন্টিনাকে চেপে ধরে তারা। মাত্র ১২ মিনিটেই আসে প্রথম সাফল্য। এরপর ২৯ মিনিটে ওথমান মাম্মার নিখুঁত ক্রস থেকে দুর্দান্ত এক ভলিতে নিজের ও দলের দ্বিতীয় গোলটি করে আর্জেন্টিনার শিরোপা স্বপ্ন প্রায় শেষ করে দেন এই জাবিরি। অন্যদিকে, টুর্নামেন্টের সবচেয়ে সফল দল আর্জেন্টিনার জন্য রাতটি ছিল শুধুই হতাশার। ইতালি, অস্ট্রেলিয়া, নাইজেরিয়া ও কলম্বিয়ার মতো দলকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠা দলটি শেষ পর্যন্ত ষষ্ঠ শিরোপার স্বাদ পাওয়া থেকে বঞ্চিতই রইল। টুর্নামেন্টের ব্যক্তিগত পুরস্কারেও ছিল মরক্কোর জয়জয়কার। ফাইনালের নায়ক ইয়াসির জাবিরি মোট ৫ গোল করলেও অ্যাসিস্টে পিছিয়ে থাকায় গোল্ডেন বুট জেতা হয়নি। পুরস্কারটি জিতেছেন যুক্তরাষ্ট্রের বেঞ্জামিন ক্রেমাসকি। তবে টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার গোল্ডেন বল উঠেছে মরক্কোর তারকা ওথমান মাম্মার হাতেই।

তথ্যসূত্র: *https://www.somoynews.tv/news/2025-10-20/NP6vV6NP*

মোহাম্মদপুর খ্রীষ্টান বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ ঢাকা

MOHAMMADPUR CHRISTIAN BAHUMUKHI SAMABAYA SAMITY LTD. DHAKA

স্থাপিত : ১৯৯৭ খ্রীঃ, রেজিঃ নং- ৪০৭, তাং- ১৯-১০-১৯৯৮ খ্রীঃ, সংশোধনী রেজিঃ নং- ০৬, তাং- ০৭-০২-২০২৩ খ্রীঃ

Address : 99 Sher-sha suri Road, Mohammadpur, Dhaka-1207

Mobile : +88 01953204490, +88 01953204360 Email : mcbssltdmirpur@gmail.com

২৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

১ জুলাই ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ হতে ৩০ জুন ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত

তারিখ : ২১ নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, রোজ : শুক্রবার, সময় : সকাল ১০:০০ ঘটিকা

স্থান : সেন্ট তেরেজা স্কুল, ৬/২/১ বড়বাগ, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬

এতদ্বারা **মোহাম্মদপুর খ্রীষ্টান বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ, ঢাকা-** এর সম্মানিত সকল সদস্য-সদস্যাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ২১ নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, রোজ-শুক্রবার, সকাল ১০:০০ ঘটিকায় ফাদার পিনোস সেন্টার (সেন্ট তেরেজা স্কুল প্রাঙ্গণ), ৬/২/১ বড়বাগ, মিরপুর-২, ঢাকায় অত্র সমিতির ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের ২৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় নিজ নিজ পরিচয়পত্র আইডি কার্ড/ ছবিযুক্ত পাশ বই এবং বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রতিবেদনসহ যথা সময়ে সভায় উপস্থিত থাকার জন্য সকল সদস্য সদস্যাদের বিনীতভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে,

রনজিত ফলিয়া
সেক্রেটারী
মোহাম্মদপুর খ্রীষ্টান বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ, ঢাকা

বিঃ দ্রঃ

(ক) সমবায় সমিতি আইন ২০০১ ও সমবায় সমিতি বিধিমালা-২০০৪ (সংশোধনী-২০১৩) এর ৩৭ ধারা মোতাবেক কোন সদস্যের নিকট সমিতির চাঁদা বা শেয়ার বা সদস্যপদ সংক্রান্ত অন্য কোন পাওনা বকেয়া থাকিলে উহা পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত উক্ত সদস্য তার অধিকার প্রয়োগ করতে পারিবেন না।

(খ) রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম: সকাল ৮:৩০ টা থেকে শুরু হবে। সকাল ১০:০০ টার মধ্যে যে সকল সদস্য সদস্যা সভাস্থলে স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করবেন, কেবল মাত্র তাদের মধ্যে কোরাম পূর্তি লটারীর প্রদান করা হবে। সকাল ৮:৩০ ঘটিকার পর থেকে দুপুর ১২:০০ ঘটিকা পর্যন্ত শুধু খাদ্য কুপন দেওয়া হবে।

বিজ্ঞ/২৪৫/২৫

শুলপুর খ্রীষ্টিয়ান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

স্থাপিত : ১৯৬৬ ইং. নিবন্ধন নং - ১৪/১৯৮৮, ১ম সংশোধিত নিবন্ধন নং - ১৭২/২০০৮, ২য় সংশোধিত নিবন্ধন নং - ১৩৮/২০১৫,

গ্রাম: শুলপুর, ডাকঘর: শিকারপুর নিমতলা-১৫৪০, উপজেলা: সিরাজদিখান, জেলা: মুন্সিগঞ্জ।

মোবাইল নম্বর- ০১৭১৫০৩৮৫৪৭, ০১৩০৪৯৬৬৪৪৭, ই-মেইল : solepurcccul@yahoo.com

তারিখ ঃ ২৪-১০-২০২৫ খ্রিঃ

৩৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা **"শুলপুর খ্রীষ্টিয়ান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ"** এর সম্মানিত সকল সদস্য/সদস্যা ও সংশ্লিষ্ট সকলের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ১৪-১১-২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার শুলপুর গির্জা কমিউনিটি সেন্টারে সকাল ১০:০০ ঘটিকার সময় অত্র ক্রেডিট ইউনিয়নের **"৩৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা"** অনুষ্ঠিত হবে।

অতএব সম্মানিত সদস্য/সদস্যাবৃন্দ, আগামী ১৪-১১-২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, যথাসময়ে ৩৯তম বার্ষিক সাধারণ সভায় আপনাদের সদয় উপস্থিতি ও সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে মূল্যবান পরামর্শ, সিদ্ধান্ত ও মতামত প্রকাশ করে ৩৯তম বার্ষিক সাধারণ সভাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে,

উল্লাস গমেজ
চেয়ারম্যান, পরিচালক মণ্ডলী
শুলপুর খ্রীষ্টিয়ান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ।

জনি লিও রড্রিক্স
সেক্রেটারি (কো-অপ্ট), পরিচালক মণ্ডলী
শুলপুর খ্রীষ্টিয়ান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :

(ক) কোন সদস্যের নিকট সমিতির চাঁদা বা শেয়ার বা সদস্যপদ সংক্রান্ত অন্য কোন পাওনা বকেয়া থাকিলে উহা পরিশোধ না করা পর্যন্ত উক্ত সদস্য তাঁহার অধিকার প্রয়োগ করিতে পারিবেন না (সমবায় সমিতি আইন ২০০১ ধারা ৩৭)।

(খ) প্রত্যেক সদস্যকে ১৪-১১-২০২৫ খ্রিস্টাব্দ তারিখে সকাল ৮:৩০ ঘটিকা থেকে ৯:৪৫ ঘটিকার মধ্যে ৩৯তম বার্ষিক সভা অনুষ্ঠানস্থলে উপস্থিত হয়ে হাজিরা বহিতে স্বাক্ষর করতঃ খাদ্য কুপন ও লটারী কুপন সংগ্রহ করতে হবে। খাবার পরিবেশন করা হবে দুপুর ১:০০ ঘটিকা হতে ২:৩০ ঘটিকা পর্যন্ত।

বিজ্ঞ/২৪০/২৫

লোভের পরিণাম

একদা এক পাহাড়ের নিচে একটা জলাশয় ছিল। জলাশয়টা সবসময় জলে ভরে থাকতো। মাছে ভর্তি থাকতো। কাঁকড়াও থাকতো। বক, চিল সব এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াত। মাছ ধরতো, কাঁকড়া ধরতো আর খেত। একদিন একটা বুড়ো বক এক পায়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছিল। এমন সময় একটা কাঁকড়া সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল। বকের কান্না দেখে সে থমকে দাঁড়াল। বলল, বক মামা, কাঁদছ কেন? বক বলল, আর কেন বল ভাগ্নে। সর্বনাশ। বড়ই সর্বনাশ। জলের প্রাণী একটাও বাঁচবে না। পরে ডাঙ্গার প্রাণীরাও দুর্ভিক্ষে সব শেষ হয়ে যাবে। আগামী বারো বছর একবিন্দুও বৃষ্টি হবে না। জ্যোতির্বিদরা গণনা করে সব বলে দিয়েছে। জানো তো, আমি মাছ-মাংস ছেড়ে দিয়েছি। এখন আমি নিরামিষ ভোজী। মাছগুলির জন্যই প্রাণটা কেঁদে কেঁদে উঠছে। তাই আমি কাঁদছি। এরপর কাঁকড়াটি তাড়াতাড়ি গিয়ে মাছেদের খবর দিল। তারা তো সব দল বেঁধে বকের কাছে এসে হাজির। সকলে হাত জোড় করে বককে বলল, দয়া করুন, দয়া করুন। আমাদের এমন বুদ্ধি দিন, যাতে আমরা বেঁচে যাই। খুব গম্ভীর হয়ে বক বলল, উপায় আমি একটা করে দিতে পারে। যদি তোমরা আমার কথামতো চলো। তাহলে কারো কোনো বিপদ হবে না। মাছেরা সকলে এক সুরে বলল, আপনি যা বলবেন তাই করবো কখনও আপনার অবাধ্য হব না। বক বলল, পাহাড়ের উপরে একটা প্রকাণ্ড জলাশয় আছে। তার জল কখনো শেষ হবে না। তোমাদের এক এক করে সেখানে আমি রেখে আসবো। মাছেরা পরম উৎসাহে বলে ওঠে, আমরা সবাই চলে যাবো সেখানে। এরপর প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একটা করে মাছ মুখে নিয়ে বক পাহাড়ের উপর একবার উড়ে যেত আবার পরক্ষণেই নেমে আসত। এইরকম করে অনেকগুলি করে মাছ সে পাহাড়ের উপরে নিয়ে যেত। কয়েকদিনের মধ্যেই নিচের জলাশয়ের মাছ প্রায় শেষ হয়ে গেল। তখন কাকড়া এসে বলল, বেশ তো আক্কেল তোমার বক মামা। তোমার কথা শুনে আমি মাছেদের ডেকে আনলাম। তুমি তাদের সব বাঁচাবার ব্যবস্থা করে দিলে। আর আমার কথা তো কিছু বললে না? শুধু মাছেদের জন্যই তোমার প্রাণ কাঁদল। বৃষ্টি যদি না হয়, মাঠ ঘাট, পুকুর ডোবা সব তো শুকিয়ে ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। আমাদের কি দশা হবে মামা? বক তাকে অভয় দিয়ে বলল, কোনো ভয় নেই তোমাদের। তোমাদেরও সব পাহাড়ের ওপরের জলাশয়েই রেখে আসব। বাঁচাতে তো হবেই তোমাদের। কালই আমি সে ব্যবস্থা করব। কাঁকড়া বলল আমি প্রস্তুত। পরদিন বক কাঁকড়াকে পিঠে নিয়ে উড়ে চলল। চলেছে তো চলেইছে পথ আর শেষ হয় না কাঁকড়া দেখতে পেল পাহাড়ের ওপর প্রচুর মাছের কাঁটা ছড়ানো ছিটানো। সে খুব ভয় পেয়ে গেল। বককে জিজ্ঞাসা করলো সেই জলাশয়টা কোথায় মামা? বক বলল, সেই জলাশয়টা আমার পেটে। চল না সেখানে গেলে সুখেই থাকবি। রোজ রোজ মাছ খেয়ে খেয়ে অরুচি ধরে গেছে, আজ কাঁকড়া খেয়ে মুখটা পাল্টাবো। কাঁকড়াটা তো ভয়ে কুঁকড়ে গেল। তবে মনটা শক্ত করল, চেষ্টা করে দেখা যাক...এই লোভী বকটাকে শেষ করতেই হবে, নয়তো বাঁচবার আর কোনো পথ নেই। এই বলে সে তার ধারালো দাঁড়া দু'টো দিয়ে বকের গলায় সজোরে চিমটে করে রক্ত বের করে দিল। যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে বকের মৃত্যু হল।

"মনে সাহস সঞ্চয় করে শক্তিমান শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতে হয়।"

(সংগৃহিত: ঈশপের গল্প)

প্রাণী ভালোবাসি

পাখি ডাকে মিষ্টি সুরে,
গাছেতে বসে গান,
ওদের মেরে লাভটা কী?
ওরাও তো প্রাণ।

ফড়িং নাচে ফুলের বনে,
প্রজাপতি ডানা মেলে,
তাদের ছোঁয়া পেলে মনে,
আনন্দ আসে ঢেলে।

বিড়াল খেলে উঠোন জুড়ে,
কুকুর পাহারা দেয়,
গরু-ছাগল, হাঁস আর মুরগি,
সবাই ঘরে রয়।

ওদের যত্ন নাও সবাই,
খেতে দাও ভালোবাসায়,
তবেই ওরা থাকবে পাশে,
প্রেমে ভরা হাসায়।

গাছ যেমন দেয় ছায়া-ফল,
প্রাণীরা দেয় সঙ্গ,
তাদের প্রতি করো দয়া,
ভালোবাসাই রঙ্গ।

যে করে প্রাণী সেবা,
তার মন থাকে পবিত্র,
নরম হৃদয়, কোমল হাসি,
তাতেই পৃথিবী মিত্র।

তাই বলি হে বন্ধু আমার,
কর দয়া, ত্যাগ কর হিংসা,
প্রাণী ভালোবাসো সবাই মিলে,
তবেই দুনিয়া হোক শান্তি-সুখে ভরা
বিন্দু নন্দন দিশা।

সংগৃহিত: ইন্টারনেট

মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হলো ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় যুব দিবস ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

সিস্টার মেরী অন্তরা এসএমআরএ: বিগত ২৭-৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ "আশার তীর্থযাত্রী যুবারা, গড়ি ন্যায়-শান্তির ধরা" এই মূলসুরের আলোকে সেন্ট মেরীস্ ক্যাথিড্রাল, রমনা ধর্মপল্লীতে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় যুব কমিশনের আয়োজনে যুব দিবস উদ্‌যাপিত হয়। উক্ত যুব দিবসে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের ৪টি অঞ্চলের বিভিন্ন ধর্মপল্লী থেকে মোট ৩৭৬ জন অংশগ্রহণকারী, এনিমেটর ও স্বেচ্ছাসেবক, ফাদার, সিস্টার এবং বিশেষ অতিথিসহ মোট ৪৮০ জন উপস্থিত ছিল। ২৭ সেপ্টেম্বর বিকাল ৪:৩০ মিনিটে রমনার সেমিনারীয়ানগণ বিভিন্ন কৃষ্টি নৃত্যের মধ্য দিয়ে উপস্থিত আর্চবিশপ, ফাদার, সিস্টার ও যুব দিবসে অংশগ্রহণকারী ভাই-বোনদের রমনা ধর্মপল্লীতে বরণ করে নেয়। এরপর জাতীয় সংগীতের মধ্য দিয়ে জাতীয় পতাকা ও যুব কমিশনের পতাকা উত্তোলন করা হয় এবং যুব দিবসের লোগো উন্মোচন করা হয়। আড়ম্বরপূর্ণ আনুষ্ঠানিক পরিবেশে প্রার্থনার মধ্য দিয়ে পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই যুব দিবসের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় যুব কমিশনের পক্ষ থেকে বরণ নৃত্য, পুষ্প বৃষ্টি ও ঐতিহ্যবাহী বাকরখানির মাধ্যমে সবাইকে শুভেচ্ছা জানানো হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পঞ্চপ্রদীপ প্রজ্বলন করেন শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই, রমনা ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ফাদার আলবার্ট রোজারিও, যুব সমন্বয়কারী ফাদার প্রলয় আগষ্টিন ডি'ক্রুজ এবং যুবাদের প্রতিনিধি হিসাবে দুই জন যুবক যুবতী। যুব ক্রুশ স্থাপন ও সান্ধ্যকালীন প্রার্থনার মধ্য দিয়ে ত্রি-দিবসের যাত্রা শুরু হয়। ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় যুব কমিশনের যুব সমন্বয়কারী ফাদার প্রলয় আগষ্টিন ডি'ক্রুজ ও বাণী সহভাগিতা করেন ফাদার বিকাশ জেমস্ রিবেরু, সিএসসি। ১ম অধিবেশনে ফাদার স্ট্যানলি কস্তা মূলসুরের উপর তার উপস্থাপনা রাখেন। যুব দিবসের একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল 'বর্ণাঢ্য র‍্যালি'। এই র‍্যালিতে আর্চবিশপ, সম্মানিত অতিথিবৃন্দ ও অংশগ্রহণকারী সকলে আনন্দে মেতে উঠে। আরো একটি আকর্ষণীয় দিক হচ্ছে অঞ্চলভিত্তিক ঐতিহ্যবাহী প্রদর্শনী 'হ্যরিটেস কর্ণার'। ২য় অধিবেশনে 'মানসিক চাপ মোকাবিলা' বিষয়ক মূলভাবের উপর সহভাগিতা করেন সিস্টার গ্লোরিয়া এমপডিএ। ৩য় অধিবেশনে ক্যারিয়ার নির্দেশনা ও পাবলিক রিলেশন এর উপর সহভাগিতা করেন টনি মাইকেল গমেজ। ইতালির পুণ্য বর্ষে জুবিলীর তীর্থ ভ্রমণের সহভাগিতা করেন যুব এনিমেটর বাপ্পি লরেন্স গমেজ ও অথৈ স্কলাস্টিকা ঘোষ। পরে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন হলিক্রস কলেজের একজন শিক্ষার্থী পুষ্প সরকার তার শিক্ষার জীবন সম্পর্কে সহভাগিতা করেন। এছাড়াও ছিল ক্রুশের আরাধনা, পাপস্বীকার, ক্যাম্প ফায়ার, আলোর উৎসব, খেলাধুলা, সৃষ্টিশীল উপস্থাপনা ইত্যাদি। যুব দিবসের সমাপনী খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই। তিনি তার সহভাগিতায় খ্রিস্টীয় আধ্যাত্মিক জীবন সম্পর্কে বাস্তব ও অর্থপূর্ণ সহভাগিতা করেন এবং তিনি ন্যায্যতা ও মূল্যবোধ সম্পর্কে মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি হতে প্রতিটি যুবাকে আহ্বান জানান। উক্ত উপদেশ বাণীতে তিনি প্রার্থনা, ভালোবাসা, সততা, কঠোর পরিশ্রম ও শৃঙ্খলাবোধ এই পাঁচটি মূল্যবোধের দিক তুলে ধরেন। তিনি আরো বলেন, আমার কাজই হলো আমার পরিচয়। আমরা যেন সবাই আশার মানুষ হয়ে উঠি এবং ঈশ্বরের উপর আস্থা রাখি। পরিশেষে, সন্ধ্যায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে যুব দিবসের সমাপ্তি হয়।

কিশোর-কিশোরীদের সঠিক পরিচালনা দিয়ে হৃদয় জয় করার আহ্বানে ওয়াই.সি.এস ছাত্র নেতাদের ২য় জাতীয় গঠন-প্রশিক্ষণ কোর্স

এপিসকপাল যুব কমিশন প্রতিনিধি: "Student's Leaders are Called to Win and Guide the Teenager's Heart's" অর্থাৎ "ওয়াইসিএসের ছাত্র নেতৃবৃন্দ কিশোর-কিশোরীদের সঠিক পরিচালনা দিয়ে হৃদয় জয় করতে আহূত।" এই মূলভাবের উপর ভিত্তি করে গত ১৬-১৮ অক্টোবর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, পবিত্র ক্রুশ পালকীয় কেন্দ্র, ভাদুনে এপিসকপাল যুব কমিশন দ্বিতীয়বারের মতো জাতীয় ওয়াই.সি.এস ছাত্র নেতাদের গঠন প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করেছে। এতে বাংলাদেশের ছয়টি ধর্মপ্রদেশ থেকে ৩ জন চ্যাপলেইন, ২ জন সেক্রেটারী, ৩ জন সিস্টার, ৩২ জন ছাত্রী, ১৮ জন ছাত্রসহ মোট ৫৮ জন অংশগ্রহণ করে। প্রথম দিন পবিত্র বাইবেল স্থাপন ও প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে ছাত্র নেতাদের হৃদয়ে পবিত্র আত্মার প্রেমাগ্নি ও সহায়তা যাচ্না করে প্রশিক্ষণ কোর্স আরম্ভ করা হয়। শুভেচ্ছা বক্তব্যে ওয়াই.সি.এস এর জাতীয় চ্যাপলেইন ফাদার বিকাশ জেমস রিবেরু সিএসসি বলেন, ওয়াই.সি.এস ছাত্র নেতৃবৃন্দের প্রথমে অনুধাবন করতে হবে যে, "ওয়াই.সি.এস হলো একটি বিশ্বাস বৃদ্ধির স্থান, একটি গঠনের পরিবার, শিক্ষার একটি বিদ্যালয়, সেবাকাজের প্রেরণা ও মিশন দায়িত্বের জন্য মহত্তর আহ্বান।" তিনি মূল বিষয়ের উপরও উপস্থাপনা রাখেন। "মানসিক স্বাস্থ্য ও পালকীয় সহযাত্রা"- এই বিষয়ে সিস্টার লিপি গ্লোরিয়া এমডিএফএ সুন্দর ও বাস্তবভাবে শিক্ষা দেন কিভাবে একজন আরেকজনের আবেগ, অনুভূতি, সুখ-দুঃখ অনুভব করে নিজের ও অন্যের যত্ন নিতে

পারে। তিনি বলেন, ছাত্রনেতৃবৃন্দের প্রধান দায়িত্ব হলো: "তার ছাত্র অনুসারীদেরকে ঐশ-বিশ্বাস ও ঈশ্বরমুখী প্রত্যাশাকে জাগ্রত করে সিনোডাল অর্থাৎ সহযাত্রিক নেতৃত্বের দিকে ধাবিত করা।"

ওয়াই.সি.এস কি? এর পরিচয়, কেন এই আন্দোলন করা দরকার? এই বিষয়ে বিস্তারিত অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন সিস্টার চম্পা রোজারিও এমপিএফএ। এছাড়া ওয়াই.সি.এস এর মাণ্ডলিক কর্ম পদ্ধতির উপর বাস্তব ভিত্তিক ও দলীয়কাজের মাধ্যমে গঠনদান করেন ফাদার উজ্জ্বল রিবেরু। ওয়াই.সি.এস এর সেল মিটিং ও কার্যক্রম নিয়ে ধারণা প্রদান করেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের যুব সমন্বয়কারী ফাদার প্রলয় আগষ্টিন ক্রুশ। তিনি তার উপস্থাপনায় বলেন, "একজন ছাত্র নেতা হচ্ছেন সহায়ক; ব্যবস্থাপক নন; তাই ছাত্র নেতাদের দায়িত্ব হচ্ছে নিজেকে সেবার জন্য প্রস্তুত রাখা।" শিশু সুরক্ষা ও পরিবেশবান্ধব চেতনায় ছাত্রদের অংশগ্রহণ এবং প্রচারাভিযান বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেন ব্রাদার নির্মল ফ্রান্সিস গমেজ সিএসসি।

বর্তমান বাস্তবতায় ওয়াই.সি.এস এর চ্যালেঞ্জ ও সমাধানের উপায়ের উপর অত্যন্ত সুন্দর ও সাবলীলভাবে উপস্থাপন করেন যুব সেক্রেটারী ফ্লেবিয়ান ডি'কস্তা। তিনি বলেন, "চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার উৎকর্ষতা হলো: খোলা মনে ঐশ বাণী ও পরস্পরকে শ্রবণ, উন্মুক্ততা, অবধারণ, দ্বন্দ্বের মধ্যেও মিলন সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চলমান রাখা।"

এছাড়াও তারা এক্সপোজার, দৈনিক প্রার্থনা, পবিত্র খ্রিস্টযাগ ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মাধ্যমে আত্মিক উন্নয়ন, বন্ধুত্বের বিকাশ, পেশাগত ও বাস্তব অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার ও সাংস্কৃতিক জ্ঞান লাভ করেছে। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে শিয়না রোজারিও অনুভূতি ব্যক্ত করে বলেন, "আমি প্রথমবারের মতো এই ধরণের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছি। আমার আত্মবিশ্বাস ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে, যা দিয়ে আমি আমার ওয়াই.সি.এস সেল পরিচালনা ও দলের সাথে যাত্রা করার প্রেরণা পেয়েছি।" নিপ্পন চিছাম বলেন, "আমি সামাজিক সচেতনতা, মানসিক সুস্থতা, আন্তব্যক্তিক দক্ষতা ও যোগাযোগ সমন্ধে অভিজ্ঞতা করতে পেরেছি। একইসাথে কিভাবে একজন ছাত্র নেতা হিসাবে আমি নীতিতে খ্রিস্টীয় মনোভাব ও দৃষ্টিতে সেবাপরায়ণ হতে পারি তা জানতে পেরেছি।"

কোর্স শেষে সকল অংশগ্রহণকারীকে প্রশংসা ও অনুপ্রেরণা হিসাবে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। সমাপনী খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন এপিসকপাল যুব কমিশনের সভাপতি ও ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের সহকারী বিশপ সুব্রত বনিফাস গমেজ। তিনি তার উপদেশে বলেন, "একজন ছাত্র নেতা হবেন আধ্যাত্মিক জীবনযাপনে – কথায়, চাল-চলনে, সাধনা-ধ্যানে, অধ্যয়নে, এমন কি চিন্তা-চেতনায় খ্রিস্টীয় কষ্টভোগী সেবক ও আন্তঃকৃষ্টি-সংস্কৃতি দৃষ্টিভঙ্গির মানুষ।" পরিশেষে, অংশগ্রহণকারীদের ও কোর্স পরিচালনায় সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের ধন্যবাদ প্রদানের মাধ্যমে তিনদিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপ্তি ঘটে।

উত্তম মেষপালক ধর্মপল্লী ভাদুনে হস্তার্পণ সাক্রামেন্ত প্রদান

রিজেন্ট সোহাগ ইম্মানুয়েল রোজারিও: গত ১২ অক্টোবর ২০২৫ খ্রিস্টবর্ষ রোজ রবিবার ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই, উত্তম মেষপালকের ধর্মপল্লী ভাদুনে হস্তার্পণ সাক্রামেন্ত প্রদান করেন। সকাল ৮:৩০ মিনিটে পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্য দিয়ে ধর্মপল্লী এবং হোস্টেলের মোট ৪২ জন ছেলে-মেয়েকে হস্তার্পণ সাক্রামেন্ত প্রদান করা হয়। প্রার্থীদের প্রস্তুতির জন্য ৯ অক্টোবর আরাধনা এবং পাপস্বীকারের ব্যবস্থা করা হয়। পবিত্র খ্রিস্টযাগে আর্চবিশপ মহোদয় তাঁর উপদেশ বাণীতে হস্তার্পণ সাক্রামেন্তের গুরুত্ব এবং আমাদের জীবনে পবিত্র আত্মার ভূমিকা এবং খ্রিস্টের বলবান সেনা/সৈনিক হিসেবে কিভাবে মণ্ডলীতে আমরা অবদান রাখতে পারি সে বিষয় তুলে ধরেন। পবিত্র খ্রিস্টযাগে আরো উপস্থিত ছিলেন পাল-পুরোহিত ফাদার সেন্টু কস্তা, ফাদার জেমস ক্লেমেন্ট ক্রুজ সিএসসি, ফাদার লেনার্ড রোজারিও, ফাদার শেখর পেরেরা সিএসসিসহ ১১ জন সিস্টার এবং অনেক খ্রিস্টভক্ত। খ্রিস্টভক্তদের উপস্থিতিতে ঐদিন গির্জাঘর এবং মিশন প্রাঙ্গন পরিপূর্ণ ছিল। পবিত্র খ্রিস্টযাগ শেষে আর্চবিশপ মহোদয় হস্তার্পণ সাক্রামেন্ত গ্রহণকারীদের হাতে উপহার, স্মৃতিচিহ্ন এবং টিফিন তুলে দেন। পরিশেষে, পাল-পুরোহিত ফাদার সেন্টু কস্তা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানান সুন্দর দিন দান করার জন্য। এরপর তিনি আর্চবিশপসহ সকল ফাদার, সিস্টার, হস্তার্পণ সাক্রামেন্ত গ্রহণকারী ছেলে-মেয়ে এবং সকল খ্রিস্টভক্তদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

নিজপাড়ায় অনুষ্ঠিত হলো প্রথম কম্যুনিয়ন ও হস্তার্পণ সংস্কার

ফাদার প্রশান্ত গমেজ: গত ২৪-২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুর অন্তর্গত নিজপাড়া ধর্মপল্লীতে বিভিন্ন গ্রাম হতে আগত তৎসঙ্গে বোর্ডিং-এর মোট ৩৭ জন ছেলেমেয়েদের প্রথম কম্যুনিয়ন ও হস্তার্পণ সাক্রামেন্ত প্রদান করা হয়। এদের মধ্যে ১১ জন প্রথম কম্যুনিয়ন ও ২৬ জন ছেলেমেয়েদের প্রথম হস্তার্পণ সাক্রামেন্ত গ্রহণ করে। দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল মহামান্য বিশপ সেবাষ্টিয়ান টুডু তাদেরকে কম্যুনিয়ন ও হস্তার্পণ সংস্কার প্রদান করেন এবং পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। পবিত্র খ্রিস্টযাগের আগে বিশপকে সামাজিক সংস্কৃতি ও কৃষ্টি অনুসারে পা ধোয়ানো ও মাল্যদানের মাধ্যমে বরণ করে নেওয়া হয়। উক্ত কয়েকদিন সিস্টারগণ, কাটেখিস্ট মাস্টার এবং ফাদারগণ ছেলেমেয়েদের প্রার্থনা, ধর্ম-শিক্ষাদান, গান ও বিভিন্ন বিষয়ের উপর বিশেষ প্রস্তুতি প্রদান করেন। সংস্কার গ্রহণের আগেরদিন ছেলেমেয়েরা পবিত্র পাপস্বীকার সাক্রামেন্ত গ্রহণ করে। পাল-পুরোহিত ফাদার অভিদিও লাকড়া ও ফাদার প্রশান্ত গমেজ পবিত্র উপাসনা, গান ও পবিত্র খ্রিস্টযাগে সক্রিয়ভাবে সহায়তা করেন। পরিশেষে দুপুরের আহারের পরে ছেলেমেয়েরা বিদায় নেয়।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

সাফল্যের পথে আরও একধাপ এগিয়ে হাউজিং সোসাইটি....

প্রকল্পগুলোর কার্যক্রমে আপনাদের অংশগ্রহণই আমাদের সমন্বিত প্রচেষ্টার সার্থকতা।

৫½ বছরে দ্বিগুণ — স্থায়ী আমানত — ৯½ বছরে তিনগুণ

৫ বৎসর	৪ বৎসর	৩ বৎসর	২ বৎসর	১ বৎসর	৬ মাস
১৪.০০%	১৩.০০%	১২.৫০%	১১.৫০%	১১.০০%	১০.০০%

- ৩ বৎসর মেয়াদী ১,০০,০০০/= (এক লক্ষ) টাকার মেয়াদী আমানতের উপর মাসিক ১,০০০/= টাকা হারে সুদ প্রদান করা হবে। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর আসল টাকা। সুদের হার ১২.০০%।
- ৫ বৎসর মেয়াদী ১,০০,০০০/= (এক লক্ষ) টাকার মেয়াদী আমানতের উপর মাসিক ১,০২৫/= টাকা হারে সুদ প্রদান করা হবে। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর আসল টাকা। সুদের হার ১২.৩০%।
- ৩ বৎসর মেয়াদী ১,০০,০০০/= (এক লক্ষ) টাকার মেয়াদী আমানতের উপর তিন মাস অন্তর ৩,০৫০/= টাকা হারে সুদ প্রদান করা হবে। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর আসল টাকা। সুদের হার ১২.২০%।
- ৫ বৎসর মেয়াদী ১,০০,০০০/= (এক লক্ষ) টাকার মেয়াদী আমানতের উপর তিন মাস অন্তর ৩,১০০/= টাকা হারে সুদ প্রদান করা হবে। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর আসল টাকা। সুদের হার ১২.৪০%।

SHORT TERM HDPS

One Year		Two Years		Three Years	
Total Deposit (1,000x12)	12,000/=	Total Deposit (1,000x24)	24,000/=	Total Deposit (1,000x36)	36,000/=
Interest 9%	585/=	Interest 9.50%	2,375/=	Interest 9.75%	5,411/=
Bonus (If Regular)	500/=	Bonus (If Regular)	1,000/=	Bonus (If Regular)	1,500/=
Amount Payable	13,085/=	Amount Payable	27,375/=	Amount Payable	42,911/=

MILLIONAIRE SCHEME

Monthly Installment	Total Diposit Amount	Total Benefit	Total Amount
3 Year			
23,850/=	858,600/=	1,41,400/=	1,000,000/=
5 Year			
12,900/=	774,000/=	2,26,000/=	1,000,000/=
10 Year			
4,850/=	582,000/=	4,18,000/=	1,000,000/=
12 Year			
3,700/=	532,800/=	4,67,200/=	1,000,000/=
15 Year			
2,630/=	473,400/=	5,26,600/=	1,000,000/=

[এছাড়াও ৫/১০ বৎসর মেয়াদী এইচডিপিএস ও ২৫ বছরে ২৫গুণ দীর্ঘমেয়াদী স্থায়ী আমানতে বিনিয়োগ করার সুযোগ]

প্রতাপ আগস্টিন গমেজ
চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা কমিটি

দি মেট্রোপলিটান খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ
THE METROPOLITAN CHRISTIAN CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD.
Regd. No. 282, Dated 06.06.1978

পেপিলন হেনরি পিউরীফিকেশন
সেক্রেটারি, ব্যবস্থাপনা কমিটি

আর্চবিশপ মাইকেল ভবন, ১১৬/১, মনিপুরীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫ ☎ +৮৮ ০২ ৫৫০২৭৬৯১-৯৪ info@mcchsl.org www.mcchsl.org

বিজ্ঞ/২৩৯/২৫

বর্ষ ৮৫ ❖ সংখ্যা - ৩৮
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 38
Regd. No. DA-33
✦ 26 October - 1 November 2025, ১০ - ১৬ কার্তিক ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যার জন্য বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

সুপ্রিয় পাঠক, গ্রাহক এবং শুভাকাঙ্ক্ষী ভাইবোনেরা শুভেচ্ছা নিবেন। খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড় আনন্দোৎসব 'বড়দিন' উপলক্ষে 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গত বছরের ন্যায় এবারের 'বড়দিন সংখ্যাটি' বড়দিনের আগেই পাঠক ও গ্রাহকদের হাতে তুলে দেয়ার আন্তরিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। এই শুভ উদ্যোগকে সফল করতে লেখক ও বিজ্ঞাপনদাতাসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য। আমরা আশা ও বিশ্বাস করি সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা, সহযোগিতা ও সমর্থনে 'প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যাটি' কাঙ্ক্ষিত সময়ে পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে পৌঁছে দিতে সক্ষম হবো। এই মহৎ উদ্যোগকে সফল করার জন্য আপনিও সক্রিয় অংশগ্রহণ করুন।

আকর্ষণীয় বড়দিন সংখ্যার জন্য বিজ্ঞাপন দিন

সম্মানিত বিজ্ঞাপনদাতাগণ বহুল প্রচারিত ও ঐতিহ্যবাহী 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথা কি ভাবছেন? রঙিন কিংবা সাদা-কালো, যেকোন সাইজের, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, প্রাতিষ্ঠানিক সকল প্রকার বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছা আমাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। আমরা আশা করি দেশ-বিদেশের বন্ধুগণ, আপনারা আর দেরি না করে আপনাদের বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছাগুলো আজই আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। বিগত কয়েক বছরের মতোই এবারের বড়দিন সংখ্যা বিজ্ঞাপন হার: -

শেষ কভার (চার রঙ)	৫০,০০০ টাকা	৫৫৫ ইউরো	বুক্‌ড	৭২০ ইউএস ডলার
প্রথম কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	৪০,০০০ টাকা	৪৪৫ ইউরো	বুক্‌ড	৫৮০ ইউএস ডলার
শেষ কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	৪০,০০০ টাকা	৪৪৫ ইউরো	বুক্‌ড	৫৮০ ইউএস ডলার
ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	২৫,০০০ টাকা	২৮০ ইউরো		৩৬০ ইউএস ডলার
ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (চার রঙ)	১৫,০০০ টাকা	১৭০ ইউরো		২২০ ইউএস ডলার
ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	১২,০০০ টাকা	১৩৫ ইউরো		১৮০ ইউএস ডলার
ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	৭,০০০ টাকা	৮০ ইউরো		১০০ ইউএস ডলার
ভিতরে এক চতুর্থাংশ (সাদা-কালো)	৪,০০০ টাকা	৪৫ ইউরো		৬০ ইউএস ডলার
সাধারণ প্রথম পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	২০,০০০ টাকা	২২৫ ইউরো		২৯০ ইউএস ডলার
সাধারণ শেষ পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	২০,০০০ টাকা	২২৫ ইউরো		২৯০ ইউএস ডলার

আর দেরি নয়, আসন্ন বড়দিনে প্রিয়জনকে শুভেচ্ছা জানাতে এবং আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিতে আজই যোগাযোগ করুন।

বি: দ্র: শুধুমাত্র বাংলাদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী বিজ্ঞাপনদাতাদের জন্য বাংলাদেশী টাকায় বিজ্ঞাপন হারটি প্রযোজ্য।
বিজ্ঞাপনদাতাদের সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি, বিজ্ঞাপন বিল অবশ্যই অগ্রিম পরিশোধযোগ্য।

বিজ্ঞাপন বিভাগ, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০, ফোন : (৮৮০-২) ৪৭১১৩৮৮৫
E-Mail: wklypratibeshi@gmail.com বিকাশ নম্বর - ০১৭৯৮ ৫১৩০৪২

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org